সুধার–আকর।

শ্রীগোবিন্দকেলী শর্ম্মা মুন্সী
প্রণীত।

নলডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

কলিকাতা
৬১ নং মুজ্জাপুর ষ্ট্রীট
বণিক যন্ত্রে
শ্রীনগেন্দ্র নাথ আইচ দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৮ সন।

কলিকাতা

গ্রন্থারম্ভ।

ইন্দ্রাদি নামে বেদে, ব্রহ্ম নামে উপনিষদে, পুরুষ নামে শাংখ্যে, পরমাত্মা নামে যোগশাস্ত্রে, ভগবান নামে ভক্তি শাস্ত্রে, যাঁহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে সেই কৃষ্ণ, ভগবান্ কৃষ্ণই পরম তত্ব, পরম ব্রহ্ম পরম ব্যোমস্থিত নারায়ণ তিনি সাকার। তিনি পর ব্যোমে চতুর্ভূজ, পরম ধাম গোলকে দ্বিভুজ বলিয়া ভক্তি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছেন। শাশ্বতগণ তত্ত্ববিচার বলে তাঁহাকেই ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার ভক্ত দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণকে প্রণাম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।

র।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া যে গ্রন্থ সরল ভাষায় রচনা করিলাম উহা যদি সর্ব্বসাধারণের আদরের বস্তু হয় তাহা হইলে আমর পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই গ্রন্থ যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে পাইবেন, নিবেদন ইতি।

শ্রীগোবিন্দকেলি শর্ম্মা মুন্সী।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী দেব্যা।

পোঃ নলডাঙ্গা

জেলা রঙ্গপুর।

সুধার আকর

ব্রহ্ম সংহিতা

১ম শ্লোক।

ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণং *

ঐ পরমেশ্বর দ্বিভুজ মুরলীধর; জন্ম মৃত্যু রহিত, পরমধাম গোলক বিহারী ত্রিজগৎকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ কৃষ্ণ যে সাকার তাহার শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত প্রমাণ লিখিতেছি।

হিন্দু মুসলমান ইংরাজ খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেই বলেন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। পরমেশ্বর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা। তাঁহাকে আমাদের ভজনা করা কর্ত্তব্য।

* অর্থ।—সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনি সকলের আদি তাঁহার আদি কেহই নাই, তিনি গোবিন্দ এবং সর্ব্ব কারণের কারণ।

কেহ পরমেশ্বরকে নিরাকার, কেহ সাকার বলেন। সাকারই সত্য, আমি বলি তাহার কারণ এই, যাহার ইচ্ছা আছে তাহার মন আছে, মন না থাকিলে ইচ্ছা হইতে পারে না কেননা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব দ্বারা দেহ গঠিত ঐ তত্ত্বের মধ্যে মন এক তত্ত্ব তাহা হইলেই পরমেশ্বরের দেহ থাকা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ দেহবান পরমেশ্বর না হইলে শূন্যের বা আকাশের কালের বা সত্ত্যের বা তেজের মন হইতে পারে না, যাহার মন নাই তাহার ইচ্ছাও নাই। কারণ ইচ্ছাও মন হইতেই উৎপন্ন হয়। নিরাকারের মন স্থাপনা অসম্ভব। মন দেহ না হইলে স্থাপনা হইতে পারে না। পরমেশ্বরের চক্ষু নাই দেখিতে পান, জিহ্বা নাই কথা বলিতে পারেন, পদ নাই চলিতে পারেন, শ্রুতিতে লেখা আছে, এইটী অসম্ভব। কারণ সহস্র শিরিষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্র পাদ ইত্যাদি বেদ শাস্ত্রে লিখে। ইহাতেও বুঝা যায় পরমেশ্বর সাকার। সাকার না হইলে পুরুষ শব্দ বাচ্য হইতে পারে না, তিনি স্ত্রী নন, নপুংসক নন, তিনি পুরুষ, এইরূপ বেদে লিখিত আছে, কাজেই তাঁহাকে সাকার বলিতে হইবে। কারণ তিনি সাকার পুরুষ না হইলে বেদে তাঁহাকে স্ত্রী বা নপুংসক অথবা নিরাকার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারিত। আর তিনি যখন

পুরুষ স্থির হইলেন তখনই বুঝিতে হইবে অবশ্য তাঁহার আকার আছে। শাস্ত্র্যেও পুরুষ বলিয়া গিয়াছে। সাকার ভিন্ন নিরাকার কোন পদার্থের রূপ নাই কৃষ্ণই সত্য বিগ্রহ, কারণ সত্যের ধ্বংশ নাই, কৃষ্ণ অবিনশ্বর এই জন্যই বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রে কৃষ্ণকে সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম। বলিয়াছেন। কৃষ্ণের মায়াই মিথ্যা; এ মায়ার ধ্বংশ আছে। সত্য নিরাকার পদার্থ জন্য সাকার বাদী কৃষ্ণ ভক্তেরা উহা স্বীকার করেন না। গায়ত্রি বেদে যে তেজোময় পরমেশ্বর বলেন তাহাও সত্য, আধার না হইলে তেজের উৎপত্তি অসম্ভব,- দেখুন সূর্য্য একটী পদার্থ দুরে আছে তাহা হইতে তেজ দর্শন করা যায়। সেই প্রকার কৃষ্ণের অঙ্গ-তেজ দেখিয়াই পিতামহ ব্রহ্মা বেদে তেজকেই পরমেশ্বর বলিয়াছেন। সেই সময় ঐ পিতামহ ব্রহ্মার কৃষ্ণ ভক্তি ছিলনা বলিয়াই তিনি কৃষ্ণের প্রকৃত দেহ দর্শন করিতে না পারিয়া অতিশয় তেজ দর্শন করিয়া তেজোময় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতিশয় তেজ যেখানে সেইখানেই তাহার ভিতর কি আছে তাহা নির্ণয় করা যায় না তাহার প্রমাণ সূর্য্যদেব ও কৃষ্ণের তেজের প্রমাণ খদ্দৎ অর্থাৎ জোনাকী পোকা। কিন্তু অনুমানের দ্বারা জানা যায় যে সূর্য্যের মধ্যে সাকার পদার্থ আছে এই জন্যই বলি কৃষ্ণ সাকার। ভক্তজন হিতার্থায় ব্রহ্মণারূপ কল্পনা। শ্রুতি

রূপ না থাকিলে রূপ কল্পনা হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ বহুরূপী মনুষ্যগণ, ইহারা নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া লোকের চিত্ত রঞ্জন করে তাহাদের রূপ আছে বলিয়াই বহুরূপী হইতে পারে। এই প্রকার ব্রহ্ম ভগবান্ কৃষ্ণের রূপ আছে বলিয়াই তিনি রূপ কল্পনা করিতে পারেন, নির্গুণ নিরাকার প্রভৃতি দ্বারা রূপ কল্পনা অসম্ভব। যেহেতু নিরাকার দ্বারায় আকার বস্তু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, কারণ সাকার দেহধারী কুম্ভকার না হইলে যেমন চিত্র বিচিত্র ঘট হইতে পারে না সেই প্রকার সাকার পরমেশ্বর না হইলে সাকার বিশ্বসৃষ্টি হইতে পারে না, নিরাকার যে যে পদার্থ আছে তদ্দ্বারায় গুণময়ী জগৎ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব কারণ নিরাকারের কোন গুণ নাই ; গুণ না থাকিলে তদ্দ্বারায় গুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। লোকে পরমেশ্বরকে পরম পিতা বলেন। তিনি বীজ স্বরূপ তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আমাদিগের পাপ যন্ত্রণা ইত্যাদি হইতে মুক্ত করেন। আমরা পাপ-রোগ মুক্তির জন্য পরমেশ্বরকে ডাকিলে তিনি দয়া করিয়া আমাদের দুঃখ মোচন করেন। দেহধারী ভিন্ন কাহারই দয়া জন্মিতে পারে না, শূন্য বা আকাশ কিম্বা সত্য অথবা কাল প্রভৃতি যাহার দেহ নাই তাহার দয়া জন্মা অসম্ভব এই জন্যই বলি ভগবান্ কৃষ্ণ সাকার। তিনি

দয়াময়, তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ডাকিলে আমাদের যে কোন প্রার্থনাই হউক তাহা তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ণ করেন। কিন্তু প্রার্থনা না করিলেও সর্ব্বদা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে ডাকিলে তিনি তাঁহার নিত্য ধামে আমাদিগকে লইয়া যান, সেই নিত্য স্থানে কোন যন্ত্রণা নাই। সেইখানে নিত্য সুখ। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা নিষ্কাম ভক্ত হইবার জন্য বলিয়াছেন।

কোন ব্যক্তি যদি একটী আবরণের বা প্রাচীরের পর পারে থাকিয়া কথা বলেন তবে দেখা যায় না বলিয়া তাঁহাকে নিরাকার বলিতে হইবে না, কারণ অনুমানের দ্বারায় জানিতে হইবে, যিনি কথা বলিতেছেন তিনি সাকার, তাঁহাকে দেখিলাম না বলিয়াই তাঁহার কোন আকার নাই বলা অসম্ভব। এই কারণেও কৃষ্ণের দেহ আছে স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য বলি কৃষ্ণ সাকার।

হিন্দুরা বলেন পরমেশ্বর, ব্রহ্মা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি করেন ও ধর্ম্ম প্রচার করেন। মুসলমানেরা বলেন আদম হইতে পরমেশ্বর আদ্‌মী সৃষ্টি করেন ও ধর্ম্ম প্রচার করেন। এইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ বলিয়া থাকেন। ইহাতেও বুঝা যায় যে ইহাও পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছার কারণ ও আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন

বলিয়া আমাদের হিত করার কারণ আর পরমেশ্বর আমাদিগকে কখন হাসাইতেছেন, কখন কাঁদাইতেছেন, কখনও নাচাইতেছেন; ক্রিয়ার পুত্তলির ন্যায় আমাদিগকে লইয়া ক্রিয়া করিতেছেন, ইহাই অনুমান বা অবধারণ করিতে হইবে। যিনি আমাদের সহিত ক্রিয়াদি করিতেছেন তিনিই সাকার ব্রহ্ম। কারণ সাকার ভিন্ন স্বয়ং প্রকাশ হওয়ার ইচ্ছা বা হিত করার ইচ্ছা ও ক্রিয়াদি করিবার ইচ্ছা নিরাকার শূন্যাদির হইতে পারে না। যাহাদের দেহ আছে তাহাদের দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে পারে অতএব ভগবান্ কৃষ্ণ পরমেশ্বর। আমি বলি পরমেশ্বর সাকার। পরমেশ্বর অচিন্ত্য পদার্থ। তাঁহাকে কেবল তাঁহার সর্ব্বত্যাগী ভক্তেরাই দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু নিরাকার বাদীর নিরাকার চিন্তা করিয়া তাঁহাকে পাওয়া বড়ই কষ্টকর। পরমেশ্বর যে অচিন্ত্য আমাদের চিন্তায় ধারণা হয় না তাহার প্রমাণ এই—

বিষ্ণু পুরাণে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন, হে বিষ্ণু তুমি কোন দিন নির্ণয় হও নাই এখনও তোমাকে কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। ভবিষ্যতেও তোমাকে কেহ নির্ণয় করিতে পারিবে না কেননা তুমি অচিন্ত্য আমরা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ প্রাণী অনুভবের দ্বারায় জানি যে তুমি আছ, ইহাতেই আমরা ধন্য।

ভক্তির দ্বারায় ভগবানকে যে দর্শন করা যায় তাহার প্রমাণ যথা—

মহাভারতে শ্বেতদ্বীপে দেবর্ষি মহাতপা নারদ গোস্বামী ভগবানের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ভগবান্ বহু বর্ণ ধারণ করিয়া হস্ত পদ বিশিষ্ট মূর্ত্তি দরশন দিলে ঐ দেব ঋষি আনন্দে বীণা বাদন করিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ বলিয়াছেন, হে নারদ! আমি কে, কিরূপ কেহই জানিতে পারে না, আমিই কেবল আমাকে জানি। কিন্তু আমার নানা বর্ণ ও রূপ দেখিয়া তুমি যে আনন্দ লাভ করিতেছ তাহা বড়ই প্রীতিকর। তুমি হরিদ্বারে নর ও নারায়ণ মহর্ষির নিকট যাইয়া উপদেশ গ্রহণ কর, ইহাতেও ভগবান্ কৃষ্ণের দেহরূপ থাকা প্রমাণ হইতেছে। অতএব আমি বলি ভগবান্ কৃষ্ণ সাকার।

যিনি আকাশের সৃষ্টি কর্ত্তা তিনি আকাশে থাকিয়া দৈববাণী করা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি একখানি বেড়ার পর পারে থাকিয়া যদি আমাকে কোন আদেশ করেন তবে তাঁহার প্রকৃত সাকার রূপ দর্শন হয় না, কিন্তু তিনি যখন আমার সহিত কথা বলেন তখন তাঁহার আকার আছে অনুমান করিতে হইবে। দূরস্থপর্ব্বতে ধূম দেখিলেই যেমন তথায় অগ্নি আছে অনুমান করিতে হইবে সেই প্রকার ভগবান্ কৃষ্ণকে সাকার মানিতে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া হাহা শব্দে হাসিয়া নাস্তিক বলিল আমি প্রত্যক্ষ না করিলে অনুমান মানি না, তুমি কেন নিরর্থক আন্দোলন কর? শুন বলি দশ দণ্ড সময়ে ভোজন স্বর্গ সুখ, পরমা সুন্দরী কামিনীর মুখ চুম্বনই স্বর্গ, শৃগালের ভয় দেখাইয়া শিশুকে যেমন নিদ্রিত করা যায় সেই প্রকার পরকালের ভয় দেখান ভিন্ন আর কিছু নহে। পরকাল শাস্ত্র মন্ত্র, ঈশ্বরও অনুমান মানিনা বর্ত্তমান দেখাও।

মরিয়া গেলে পঞ্চভূত পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়।

তখন গ্রন্থকার বলিতেছে তোমার চক্ষু থাকায় তুমি দেখিতে পাও না দর্পণ দ্বারায় দেখ ও তাহাতেই তোমার অনুমান হয়। এই প্রকার তোমার চক্ষু। তবেই তুমি অনুমান মান বলিতে হইবে। দূরে পর্ব্বতে যেমন ধুম দর্শনে তথায় অগ্নি থাকা তোমার অনুমান হয় সেইরূপ ভাবেই অনুমান মান। সার কথা তোমার মাতা ঋতুবতী হইলে তোমার পিতা যখন গর্ব্ভে বিন্দু পাত করেন তখন তুমি সেই স্থানে ছিলে না।' তবে তোমার পিতাকে কেন পিতা বল? অনুমানের দ্বারায় লোকে বলে তাহাতেই তুমি বিশ্বাস করিয়া পিতাকে পিতা বল সেই

প্রকার সকলে বলে ঈশ্বর আছে ঈশ্বর আমাদের ত্রাণ-কর্ত্তা এই বলিয়া পরমেশ্বরকে মান। কারণ তুমিও আমাদের সকলের মধ্যে এক জন। কর্ত্তা না হইলে কর্ম্ম হয় না এই জন্যই শাস্ত্র ও মন্ত্র ও পরমেশ্বরকে মান ও বিশ্বাস কর।

ভাই নাস্তিক তোমার জন্যই ৬টী দর্শন শাস্ত্র হইয়াছে উহাই দেখ আর মুখ্য ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে দেবর্ষি পঞ্চসিক যে,মিথিলার জনক, রাজর্ষিককে ঈশ্বর স্থাপনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন তাহাই দেখ, তাহা হইলে পঞ্চভূত যে কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিবে। তাহা হইলেই ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি তোমার অবশ্যই ভক্তি হইবে। তুমি কামিনীর মুখ চুম্বন প্রভৃতি যাহা স্বর্গ বলিলে ঐ সমস্ত কিছুই নয়, উহা ক্ষণিক সুখ। পরমঈশ্বর আরাধনা করিলে চিরস্থায়ী সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি না হইলে তাঁহাকে দর্শন পাওয়া যায় না কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারায় ভগবানকে জানা যায় না। কেবল শুদ্ধ ভক্তি দ্বারায় তাঁহাকে জানা যাইতে পারে।

ভক্তগণকে ও ভক্তের ভক্তগণকে ভগবান্ আপনার স্বরূপ অবগত করাইয়া থাকেন, কর্ম্ম, জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার স্বরূপ অবগত হইবার কারণ নহে, কেবল শুদ্ধ

ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় এই জন্য ভক্তগণের কর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বর্গ ও চতুঃবর্গকে ও নির্ব্বাণ মুক্তিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া "ভগবানের নববিধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণান্তর ঐ নববিধা ভক্তি ভগবানেতে অর্পণ করিলে ভক্তগণ ভগবানের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন।

পয়ার।

"ভক্তির বিরোধি কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কলুষ নাম সেই মহাতমঃ॥
হরি বলি বাহু তুলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
করিয়া কলুষ নাশ প্রেমেতে ভাষায়॥"

ভাই নাস্তিক! অতি উৎকৃষ্ট ভক্তি শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত দেখ তাহা হইলে তোমার মনের ভ্রম দুরীভূত হইবে। ১৮৪৫।

পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ আমাদিগকে মস্তক দিয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, চক্ষু দিয়াছেন তাঁহাকে দর্শন করার জন্য, কর্ণ দিয়াছেন তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ করিবার জন্য, নাসিকা দিয়াছেন তাঁহার চরণ কমলে ঘ্রাণ গ্রহণ জন্য, জিহ্বা দিয়াছেন তাঁহার প্রেম প্রসাদ আস্বাদনের জন্য, মুখ দিয়াছেন তাঁহার প্রসাদ আস্বাদনের জন্য, বাক্য বলিবার শক্তি দিয়াছেন তাঁহার

গুণগান করিবার জন্য, মন দিয়াছেন তাঁহাকে ধ্যান করিবার জন্য, হস্ত পদ দিয়াছেন তাঁহার নাম সংকীর্ত্তনে নাচিবার জন্য, মস্তকে ত্বক দিয়াছেন তাঁহার যুগল চরণ সর্ব্বদা স্পর্শ জন্য, উপস্থা দিয়াছেন স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর লিখিত করচার কার্য্য করিয়া ঊর্দ্ধ রেতা হইয়া মুক্তি লাভ করিবার জন্য, আয়ু দিয়াছেন অন্তরের মল নিঃসরণের জন্য, সর্ব্বাঙ্গ দিয়াছেন ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য।

ভাই নাস্তিক! আমরা এইরূপ ভাবের ভাবুক হইয়া ভগবানকে যদি ডাকি তবে এই সংসার যন্ত্রণা কেন ভোগ করিব। এই সংসারে কিছুতেই সুখ নাই, মহর্ষিরা এই জন্য সংসারকে ভৌম নরক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নরক ভোগ করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? অতএব ভাই! কুপিত ফণী ফণার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এই বিষয় সংসার ত্যাগ করিয়া পরম পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করি। যদি বল আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি হইবে, তাহা বল। তবে বলি শুন, কোন বালক যদি কোনরূপ যন্ত্রণায় পড়িয়া ও—বাবা, বড় বিপদে পড়িয়াছি, যন্ত্রণায় আমি বাঁচিনা বলিয়া পিতার নাম লইয়া রোদন করে ও গড়াগড়ি দেয় তবে তাহার পিতা নিকটস্থ হইয়া ধূলি ঝাড়িয়া কোলে লইয়া তাহার যন্ত্রণার বিবরণ অবগত হইয়া সমস্ত

যন্ত্রণার উপশম করেন, সেই প্রকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পিতাকে ভক্তিপূর্ব্বক অনবরত ডাকিয়া কাঁদিলে ঐ ভগবান উপস্থিত হইয়া আমাদের বিপদ যন্ত্রণা দূর করিবেন। তাহা হইলে আর ভৌম নরকে আসিয়া সংসারী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার বাসস্থান পরমধাম, সেই স্থানে কষ্ট নাই, নিত্য সুখ। ঐ পিতার অনুগ্রহে সেই স্থানে গেলে মহাসুখে কাল হরণ করিব। সেই স্থানে গেলে আর আসিতে হইবে না। এখানে আইসার কারণ কর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্ম, দেখ ভাই তাহাই ত্যাগ করি, তাহা হইলে আর কেন এখানে আসিব। এখানে আসিলেই কেবল কর্ম্মভোগ করিতে হয়। অতএব ভাই নাস্তিক, আমরা পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করতঃ উচ্চৈস্বরে ঐকান্তিক ভক্তিতে ডাকি ও কান্দি ও ধূলায় গড়াগড়ি দেই, তাহা হইলেই ঐ পরম পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইব।

যদি বল আমার ঐকান্তিক ভক্তি হয় না, আমিও ঐরূপ মূঢ় ও ভক্তিহীন; কিন্তু ভায়া যেমন অগ্নিতে ভক্তি-তেই হউক বা অভক্তিতেই হউক হস্ত দিলেই পুড়িয়া যায় সেই প্রকার ভক্তিতেই হউক বা অভক্তিতেই হউক পরম পিতা কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিলেই সর্ব্বপ্রকার

পাপ কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, তাহার প্রমাণ অজামিল ও রত্নাকর প্রভৃতি দস্যুগণ কেবল নামাভ্যাস দ্বারায় পরম ধামে গমন করিয়াছেন।

পদ্ম পুরাণে লিখে বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষায় আর শ্রেষ্ঠ আরাধনা নাই। অতএব ভাই নাস্তিক আমরা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কখন নাচি কখনও কান্দি কখনও হাসি কখনও গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে থাকি। যদি বল তবে লোকে পাগল বলিবে; বলুক ভাই নাস্তিক, পাগল না হইলে মজা কি ? দেখ কৃষ্ণের মহাভক্ত মহাদেব ঐ কৃষ্ণ নাম লইয়া কখন নাচা, কখন কান্দা, কখন ছাই মাখা, কখন শ্মশানে বাস করা ইত্যাদি পাগলের কার্য্য করায় তাঁহার নাম পাগল মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে। লিঙ্গপুরাণে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়াছেন তিনি যে কৃষ্ণ নাম লইয়াই পাগল হইয়াছেন তখন আমরা কীটাণু কীট ঐ কৃষ্ণ নামে পাগল হইলে বাধা কি ? তাহাতেই বলি ভাই নাস্তিক, আমরা কৃষ্ণ নাম সর্ব্বদা করিয়া পাগল হই, পাগল না হইলে মজা কি অর্থাৎ সুখ কি ?

ভায়া নাস্তিক ! রূপ গোস্বামীর কড়চায় লিখে শ্রীরাধিকার ভাব কান্তি গ্রহণ করিয়া প্রেমাস্বাদন ও কৃষ্ণ নাম বিতরণ করিয়া জীব উদ্ধার করার জন্য যিনি

ভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেব, পূর্ণ অবতার হইয়াছিলেন, যিনি হরি নাম দ্বারায় বহু দেশ বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, যিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশ্ব কৃষ্ণময় দেখিতেন যাঁহার কৃপাবলে যবন সপচ প্রভৃতি ব্যক্তিরাও কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করিয়াছেন, ঝাড় খণ্ডেও যাঁহার কৃপাবলে বাঘ, হরিণ, কুকুর, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিয়াছিল। যিনি ঋষ্য মুখ পর্ব্বতের সপ্ত তাল বৃক্ষকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছিলেন, যিনি ষড়ভুজ চতুর্ভুজ হইয়াও অনেক ভক্তকে দর্শন দিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণ নাম লইতে লইতে পাগল হইয়া কখন নাচিতেন, কখনও হাসিতেন, কখনও কান্দিতেন, কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, তিনি বলিয়াছেন যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। এই কথার ভাব যে কৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আছেন সমস্তই কৃষ্ণময় কৃষ্ণ ভিন্ন যে কোন বস্তু জ্ঞান হয় তাহাই মায়া, মায়া ত্যাগ করিয়া সর্ব্বময় কৃষ্ণ দর্শন করাই শুদ্ধ ভক্তের উচিত। এমত স্থলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম লইয়া পাগল হইয়া সংসার বিষয় ত্যাগ না করিলে মজা কি অর্থাৎ সুখ কি।

বৃহন্নারদীয় গ্রন্থে দেবেরদেব মহাদেব, নারদ গোস্বামীকে বলিয়াছেন হে নারদ! হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্তেবঃ নাস্তেবঃ নাস্তেবঃ

গতিরোন্যথা। অতএব ভাই নাস্তিক! আমরা হরিনাম অভ্যাস করিয়া সংকীর্ত্তন করতঃ পাগল হই। পাগল না হইলে মজা কি?

নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীমৎ ভাগবতে বলিয়াছেন—জ্ঞান ও কর্ম্ম অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়িয়া সর্ব্বান্দ্রিয় আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন করিলেই শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা যায়।

এস ভাই নাস্তিক! আমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলন করিয়া শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতঃ পরম ধামে গমনের চেষ্টা করি, এই পাপ তাপ পরিপূর্ণ ভৌম নরকে বাস করিয়া ফল কিছুই নাই। সেই ধামে সুমিষ্ট আম্র ফল অপেক্ষাও সুমধুর নানা জাতীয় অমৃত ফল, কল্প বৃক্ষের নিকট চাহিলে পাওয়া যায়, তথায় দিগ সুন্দরীগণের অভাব নাই, তথায় গেলে সর্ব্বদাই অপ্সরা অপেক্ষা ঐ পরমাসুন্দরীগণের সহিত বিহার করিতে পারিবে ও মুখ চুম্বন ইচ্ছামত করিতে পারিবে, সেই স্থানে যাহাই চাহিবে তাহাই পাইবে।

রূপ গোস্বামীর কড়চায় লিখে, রাধা কৃষ্ণ একাত্মা ঔ একাত্মা কৃষ্ণের পরমধামে গেলে ভগবান্ কৃষ্ণকেও সর্ব্বদা দর্শন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে, আর তথায় গেলে জননীর গর্ব্ভ অন্ধ কুপে দশ মাস দশ দিন মুত্র পুরীষ ভোজী হইয়া অসহ্য নরক যন্ত্রণা

ভোগ করিতে হইবে না। মৃত্যু কালীন স্ত্রী পুত্রাদির কান্দা কান্দা মুখ দেখিয়া দুঃখে অস্থির হইতে হইবে না ও সহস্র বিচ্ছার দংশনের ন্যায় মৃত্যু কালীন যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইবে না। সেই পরমধামে গেলে অনন্ত কাল যে কালের অন্ত নাই সেই কাল পর্য্যন্ত পরমানন্দ লাভ করিয়া চিরস্থায়ী সুখেতেই থাকিবে।

স্বর্গ লাভ করিলে পরে পুণ্য ক্ষয় হইলে আবার এই ভৌম নরকে আসিতে হয়, অর্থাৎ অসৎ কার্য্য করিলে নরক ভোগ অর্থাৎ বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হয়, পাপ পুণ্য জন্য পদার্থ, উহা দ্বারাই স্বর্গ ও নরক হইয়া থাকে। উহার ধ্বংশ আছে বলিয়াই উহা ত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ভক্তি চিরস্থায়ী সুখে সুখী হইয়া নাচি কান্দি হাসি ও গড়াগড়ি দেই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাগল হইয়া যাহা কিছু দর্শন হয় অর্থাৎ যাহা কিছু সাকার নিরাকার পদার্থ আছে ঐ সমস্তই কৃষ্ণময় দর্শন করি, পাগল না হইলে মজা কি ? তখন নাস্তিক বলিল ভাই! আজ যাই কল্য আসিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া আমিও কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হইব।

সাকারবাদী নিরাকারবাদীকে বলিতেছেন যে, যে শাস্ত্র অনুসারে আমি সাকার সংস্থাপন করিতেছি, তুমিও সেই সমস্ত শাস্ত্রানুসারে নিরাকার স্থাপন করিয়া থাক।

শ্রীশ্রীমহাভারতে—

মহাযোগী পরম বৈষ্ণব শুকদেব গোস্বামী যিনি পূর্ব্বে নিরাকারবাদী ছিলেন তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের সমক্ষে শ্রীমৎভাগবত পাঠ করিয়া রাজর্ষি জনকের নিকট ও পরে নারদ গোস্বামীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া যোগ দ্বারায় মানব দেহ ধারণ করা কর্ত্তব্য নয় বোধে দেহ ত্যাগ করিয়া পরমধামে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। যে সময় তিনি মলয় পর্ব্বতের নিকটস্থ হন সেই সময় চিতকীর্ত্তি নামক অপ্সরা উর্ব্বসী অপ্সরাকে বলিয়াছিল সখি! আমাদিগকে দেখিলে দেবতা ও মহর্ষিরাও কামে মোহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যুবক মহাত্মন এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম কৃষ্ণকে ভক্তি করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়াও ইঁহার কোন লিপ্সা হইতেছে না, বোধ হয় ইনি ভারত-বর্ষের ব্রাহ্মণ হইবেন। অতএব ভারতের ব্রাহ্মণই ধন্য। ঐ মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণকে সর্ব্বময় দেখিতেন। তাঁহার স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান ছিল না। সমস্তই কৃষ্ণময় দেখিতেন। আর মহাযোগী মহাবৈষ্ণব প্রহ্লাদ কৃষ্ণকে সর্ব্বময় দর্শন করিতেন। এই কারণেই শুকদেব প্রহ্লাদ উভয়ে পরম ধামে গমন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন, সেই জন্য বলি ভাই নিরাকারবাদী এস আমরা কৃষ্ণকে

সর্ব্বময় সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া পরমধামে গমনের চেষ্টা করি। পরম ধামে গমনের যে কারণ তাহা বলিলাম। কলি যুগে জীব উদ্ধার হওয়ার কারণ এই, কেবল কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তি। ভক্তি বিহীন জ্ঞান ও কর্ম্ম ও কোন প্রকার ধর্ম্ম, তণ্ডুল বিহীন ধান্যের ন্যায় সারাংশ রহিত এই জন্য ভক্তির বিরোধি জ্ঞান কর্ম্মাদি বলা হইয়াছে, শুদ্ধভক্তির মত আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হওয়ার কারণ এই শুদ্ধভক্তি ভিন্ন আর কিছুই সার নহে; কিন্তু সর্ব্বত্যাগ করা চাই। কারণ বিষয় সম্পত্তি স্ত্রী, পুত্র, চাউল, দাইল, লবণ, তৈল ইত্যাদি সাংসারিক অবিরাম চিন্তায় যদি কাল হরণ হইল তবে কৃষ্ণের শুদ্ধভক্তি লাভ কি প্রকারে হইতে পারে? এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা উপরের লিখিত বিষয়াদি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। উহাই বন্ধন স্বরূপ যাহারা বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছুক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া পাগল হউন, পাগল না হইলে মজা কি? অর্থাৎ সুখ কি? ভাই নিরাকারবাদী তাইতে বলি এস আমরা কৃষ্ণ ২ বলিয়া নাচি, কান্দি, হাসি ও কৃষ্ণকে সর্ব্বময় দর্শন করি তাহা হইলে পাপ তাপ ইত্যাদি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমধামে গমন করিতে পারিবে। এই তোমার সহিত আপোষে মীমাংসা করিলাম। নাস্তিক আসিলে সাকার-

বাদী বলিল, ভাই নাস্তিক দেবগুরু বৃহস্পতি চার্ব্বাক সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন, যখন তিনি গুরুগিরি করেন ও দেবতার মন্ত্রীত্ব ও যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন তখন তিনি নাস্তিক নহেন, তবে ঐ নাস্তিক সংহিতা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য এই যে, এই সংহিতা খণ্ডন করিয়া কেহ কোন প্রকার পুথি লিখিতে পারেন কি না তাহাই জানা উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই গ্রন্থ খণ্ডিয়া যদি কেহ কোন গ্রন্থ করিয়া নির্ণয় করেন তবে তাহা বড়ই ভাল হইবে, ঐ গ্রন্থ খণ্ডনের জন্য মহর্ষিরা ৬টী দর্শন শাস্ত্র করিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্য্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন ও দেবর্ষি পঞ্চসিক বহু যুক্তি বলিয়াছেন ঐ নাস্তিক সংহিতা কিছুই নয়, পরকাল অবশ্যই আছে, তাহা না হইলে মহর্ষিরা সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত জঙ্গলের আশ্রয় লইয়া কেনইবা ভগবান্‌কে জ্ঞান ভক্তি দ্বারা অনুসন্ধান করিবেন ও করিতেছেন ঐ সকল মহাত্মা কেবল পর উপকার করার জন্য নানা প্রকার গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা আমাদিগকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নহে, বনের ফল মুল ভোজন করিয়া কি জল আহার, বাতাহার করিয়া জগতের জীবের উপকারের জন্যই তাঁহারা উপদেশ পূর্ণ নানা শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের উপকার জন্য গ্রন্থ করিয়া তাঁহাদের ফল কি ? তাঁহাদের দ্বারায় এই জগতের বহু

উপকার সাধিত হইতেছে আমরা হিন্দু সন্তান হইয়া নানারূপ হিন্দুর অখাদ্য খাইয়া তিন মিনিটে ব্রহ্ম চিন্তা সারা করিয়া থাকি। আমরা জাতিনাশা নাস্তিক ব্রহ্মের দোহাই দেই বটে, কাজে কিছুই নয়। মহর্ষিরা যে ব্রহ্মকে ষাট সত্তর হাজার বৎসর যোগ দ্বারায় চিন্তা করিয়া কেহ লাভ করিয়াছেন, কেহ করিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহাকে তিন মিনিটে পাই ও বুক ফুলাইয়া বেড়াই, আমরা বড়ই জ্ঞানী ও বড়ই ঈশ্বরভক্তি-পরায়ণ। ইহাতে কি হিন্দু সন্তান ও সমাজের অপকার সাধিত হইতেছে না? অতএব ভাই নাস্তিক ও নিরাকার-বাদী এতকাল স্ত্রী পুত্র বিষয়ে আমার আমার বলিয়া বহু পরমায়ু ক্ষয় করিলাম এখন এই সকল ত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া পরকালের কার্য্য করি এই বলিয়া ঐ তিন জন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে কান্দিতে হাসিতে ও মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া হরি নাম সংকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন হে অর্জ্জুন! সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, আবার বলিয়াছেন হে অর্জ্জুন! মৎ-ভক্ত মৎ উপাসক হও, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, এই প্রতিজ্ঞা আমার। ভগবান যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন

তখন ভগবানের উপাসক হইয়া ভগবানের শুদ্ধভক্তি পথ অবলম্বন করাই আমাদের কর্ত্তব্য, ও তাহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাই আমাদের উচিত। অতএব ভাই নাস্তিক ও ভাই নিরাকারবাদি! ও আমি সাকারবাদী, এস এস আমরা তিন জনে একত্র হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করতঃ শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করিয়া পাগল হই, হাসি, কান্দি, নাচি পাগল না হইলে মজা কি? এইরূপ পাগল মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ হইয়াছিলেন। এই বলিয়া ভক্তিভাবে সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী ও নাস্তিক একত্র হইয়া ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাগ—তাল ঠুংরি।

হরি হে অসীম গুণ তোমার। ভেবে মনোরঞ্জন হয় আমার। তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি যোগেন্দ্র মহেন্দ্র, ব্রহ্মরন্ধ্রে তোমারি আলয়, তুমি ত্রিলোকেতে সার, তুমি হও মূলাধার, তুমি তেজোময় বেদ কয়, দশ অবতার ধরি, সাধু জনে তারি হরি, করিতেছ লীলারই প্রচার। ব্যাখ্যিতে গুণ তোমার, ব্যাস নাহি পান পার! গোবিন্দ-কেলি বলে, আমার হৃদি কমলে, বস কল্পতরুমূলে,

সিংহাসন পাতি। মানস ভক্তি কমলে, পূজি শ্রীপদ কমলে, কমল লোচন হে শ্রীপতি। তব রূপ মাধুর্য্য হেরি, এ জন্ম সফল করি। ভবার্ণবে হয়ে যাব পার।

শ্রীরাগ—তাল ঠুংরি।

হরি তোমা হইতে নই হে ন্যূন, বলি তার ক্রম শুন। সিদ্ধযোগী জনার মন কর তুমি চুরি, ততোধিক কুহকিনী শক্তি আমারি, অসংখ্য গুণ ধর হে পরমাত্মন্, করিতে পারি তব মন সংহরণ। আমি ভক্ত বড় শক্ত, আমি লৌহ, তুমি স্বর্ণ, বুঝ কে কেমন। গোবিন্দকেলি বলে, জীবের সহস্র দলে, পরমাত্মারূপী হও তুমি, পরমাত্মার আত্মা হই, এগুণ তোমাতে কই, কাজেই আমি শ্রেষ্ঠ হে শ্রীস্বামী। ভবার্ণবে কর পার, তুমি কৃষ্ণ কর্ণধার, আমি হব ঐ পারে পার ভক্ত মহাজন।

তৃতীয় খণ্ড।

গৃহস্থের সম্বন্ধে পশুভাব বা সূক্ষ্মধর্ম্ম ও বীরাচার বা স্থূল ধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ করুন।

ভগবানের ভক্তগণ, ফল পুষ্প চন্দন ধূপ দ্বীপ নৈবিদ্য জল ইত্যাদি পূজার উপকরণ স্বয়ং আহরণ করিয়া বেদ কি পুরাণ অথবা তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা শালগ্রাম বা শিব লিঙ্গেতে ভক্তিভাবে পূজা করিয়া স্তব ও কবচ ইত্যাদি পাঠ করিয়া পঞ্চ উপাসকগণ অষ্টাঙ্গে বা ষাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিবেন ও হিংসা বর্জ্জিত নিরামিষ বস্তু দ্বারা ভগবানের কি শিবের মন্ত্র দ্বারায় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ভোগ দিবেন ও সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ও অন্যান্য লোককে ভোজন করাইবেন ও তৎপর পুত্রাদি সহকারে ভোজন করিবেন। আর নিরামিষ, ঘৃত, আতপ, তণ্ডুল, সৈন্ধব, লবণ, দুগ্ধ, দধি, শাক প্রভৃতি দ্বারায় ভগবানের সেবা করার নামই সাত্ত্বিকি সেবা। আর মৎস্য, মাংস, মদ্য এবং অন্যান্য বস্তু মাতা ভগবতীকে নিবেদন করার নামই রাজসিক সেবা। আর মদ, অরন্ধন মাছ,

মাংস পোড়াইয়া বিনা মন্ত্রে মাতা মহামায়ার উদ্দেশ্য দেওয়ার নাম তামসিক সেবা। পূর্ব্বোক্ত সেবাই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। শেষোক্ত ২টীই স্থূল ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত বস্তু আহারের নাম সাত্ত্বিকি আহার। শেষোক্ত দুইটী আহারের নামই রাজসিক বা তামসিক আহার, আর কোন দেব দেবীকে না দিয়া যে মদ্য, মাছ, মাংস ইত্যাদি বস্তু ভোজন করা হয় তাহার নাম আসুরিক বা পৈশাচিক আহার বলিতে হইবে। এরূপ আহার করা অকর্ত্তব্য। মহাভারতে মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ভগবান কপিলদেব মহাতপা সমরশ্মি মুনিবরকে হা বেদ শাস্ত্র বলিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই দেখুন। বেদে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই রকম ধর্ম্মই লিখিত আছে, প্রাণী রক্ষাই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম ও প্রাণী বধই স্থূল ধর্ম্ম। একথা যুক্তি সঙ্গত।

শক্তি ও স্থূল ধর্ম্মাবলম্বীরা দুর্গোৎসব ও কালী পূজা ইত্যাদি শক্তি পূজায় পশু ইত্যাদি বধ করিয়া যে আনন্দিত হয়েন ও অন্য পূজাকারীকে জিজ্ঞাসা করেন নির্ব্বিঘ্নে ত বলী সমস্ত সম্পাদন হইয়াছে? এটী কি আসুরিক বা পৈশাচিক আনন্দ নহে, কাহার প্রাণ যায় কাহার আনন্দ হয়। এটী কি নিষ্ঠুরতার কার্য্য নহে? শ্রুতিতে মা হিংসা সর্ব্বভূতানি এবং তন্ত্রে যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ

বলিয়াছেন, পৈশ্যাদির ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রাণী হিংসা অকর্ত্তব্য লিখা আছে। প্রাণী হিংসা জনিত পাপে পতিত হইয়াও স্বর্গে যাওয়ার দূরাশা কেন? স্বর্গ যে কি পদার্থ তাহা মহাভারতের কুরু-ক্ষেত্রের উঞ্ছ বৃত্তি ব্রাহ্মণের ও যযাতির স্বর্গ হইতে পতন হওয়ার প্রস্তাব দেখুন। তাহা হইলে, স্বর্গ যে, জন্য পদার্থ তাহা বুঝা যাইবে। তাহা হইলে সূক্ষ্ম অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়া স্থূল ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

কৌলার্ণব তন্ত্রে দেবের দেব মহাদেব বলিয়াছেন, জীবের মোহ জন্মানের জন্য আমি এই তন্ত্র শাস্ত্র সৃষ্টি করিলাম। আর তন্ত্রে যিনি পশু ইত্যাদি বধ করিতে বলিয়াছেন। তিনি আবার নিষেধও করিয়াছেন। তন্ত্রে মহাদেবের নানারূপ ধর্ম্মের প্রস্তাব লেখার উদ্দেশ্য এই যে, সকলেই ধার্ম্মিক হও, নাস্তিক হইও না। উদ্দেশ্য এই যে স্বর্গ ভোগাদির স্থূল ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পর, পরে বুঝিয়া সূক্ষ্ম ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারিবে। নাস্তিক হইবে না। আর উক্ত মহাদেব বলিয়াছেন তুমি মদ খাইতে ভালবাস, তুমি মদ খাওয়ার কার্য্য করিয়াই মদ খাও তুমি নটি লইয়া আমোদ করিতে ভালবাস, তুমি নটি লইয়া ধর্ম্ম কর। তুমি প্রাণী হিংসা করিতে ভালবাস,

তুমি তাহাই করিয়া ধর্ম্ম কর, নাস্তিক হইও না ; ও এই সব বীরাচার ধর্ম্ম করিও না ইহাও বলিয়াছেন ও ভয় দেখাইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐ সকল প্রাণী হিংসা আদি ধর্ম্ম স্থূল ধর্ম্ম। বা আসুরিক পৈশাচিক ধর্ম্ম। প্রাণী হিংসা ও মদ না খাইয়াও ত মাতা ভগবতীকে নৈবিদ্যাদি বলী দ্বারা অর্চ্চনা করিবার বহুবিধি আছে। ঐরূপ বিধি থাকা সত্ত্বেও হিংসা যজ্ঞাদি করিবার আবশ্যক কি ? আরও মহাদেব বলিয়াছেন, কলিযুগে পৈশ্বাচারেতে সিদ্ধি হইবে। বীরাচারেতে কলিতে সিদ্ধি হইবে না। কৌলার্ণব তন্ত্র ও কৌলাবলি তন্ত্র ও শিব সংহিতা আদি দেখুন। আরও মহাদেব বলিয়াছেন যে, হে, ভগবতি তোমার মত শক্তি ও আমার মত পুরুষ যদি হয় তবে বীরাচারে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা না হইলে যদি কোন প্রকারে বিন্দু টলে তবে রৌরব নরকে বাস হইবে। অর্থাৎ অটল শিবের কার্য্য। টলিলে জীবের কার্য্য হয়। এখন অনেক ভণ্ড রবীরাচারী ও ভৈরবী ও ভণ্ড বৈষ্ণবীর পুত্রকন্যা হইতে দেখা যায়। কোন ক্রিয়াই হউক অঙ্গ ভঙ্গ হইলে তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত কারণেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা কর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা হৃদপদ্মে চিন্তার দ্বারা ভগবানের রূপ দর্শন ও ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া পরম

ধাম লাভ করা ও জন্ম মৃত্যু নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আরও এ সম্বন্ধে বলিতেছি। তস্মাৎ যজ্ঞে বধোবধ, ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। যাহাকে বধ করা প্রত্যক্ষ দর্শন করা হইল তাহাকে অবধ করা বলা কি সঙ্গত? শাস্ত্রে বলে ঐ পশুর মরণ হইলে গন্ধর্ব্ব লোক লাভ হয়। সুরথ রাজা বধ জনিত পাপে পাপী হইয়া স্বর্গে যাইয়া লক্ষ গন্ধর্ব্বের খড়্গ দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া মাতা ভগবতীর স্মরণ লইয়াও আত্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ খড়্গাঘাত হইতে মুক্তি পান নাই, গন্ধর্ব্বেরা সকলে এক খড়্গাঘাত দ্বারা উক্ত, রাজাকে ছেদন করিয়াছিলেন। আর মহাভারতে মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় লিখে, গোমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে সব্য নামিক মহারাজা ব্রাহ্মণ দ্বারা গোহনন আরম্ভ করিলে গোগন ঘোরতর আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল, ঐ সময়ে সব্য রাজা মন্ত্রীকে বলিয়াছেন, হে মন্ত্রি গোগণ কেন চীৎকার করিতেছে? তখন মন্ত্রী বলিয়াছিলেন মহারাজা যে, স্বর্গে যাইবেন সেই জন্যই বা প্রাণ বিনাশ ভয়েতে মনুষ্যের পরম উপকারক গোগণ চীৎকার করিতেছে, তখন মহারাজ সব্য দয়াবান হইয়া বলিয়াছিলেন, হায়, যে স্বর্গ জন্য পদার্থ যাহার বিনাশ আছে, এমন স্বর্গ ভোগের জন্য, পরম হিতকারী গো বধ করা ও

এই পৈশাচিক যজ্ঞ করা সব্য রাজ ভাল বোধ করেন না। অতএব নিষ্ঠুর গোবধকারী ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞশালা হইতে দূর করিয়া দাও। ও গোগণকে ছাড়িয়া দাও। সব্য এমন পৈশাচিক যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে যাইতে চায় না। ইহা মহা পাপ যজ্ঞ, একটী পশুকে যূপকাষ্ঠে বান্ধিয়া কাটার উদ্যোগ করিলে সে চারিদিকে টুলুটুলু করিয়া দেখে ও ভয়ে বিহ্বল ও নিঃসহায় হইয়া বড়ই দুঃখিত অন্তকরণে চীৎকার করিতে থাকে তখন সেই পশুর মনে যে কি ভাব হয় তাহা স্বয়ং অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। যখন পূজাকারী আনন্দিত হইয়া স্বর্গে যাওয়ার জন্য পশু বধ করেন তখন কি তাহা নিষ্ঠুরের কার্য্য বা পাপের কার্য্য নহে। ধন্য স্বর্গ, ধন্য হিংসা বৃত্তি, পরের প্রাণ বধ করিয়াও স্বর্গ। এটী স্থূল ধর্ম্ম। পুণ্যঞ্চ পরোপকারণং পাপঞ্চ পর পীড়নে। শাস্ত্র। এমত স্থলে অর্থাৎ যজ্ঞে বধ অবৈধ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। হিংসা দ্বারা যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় বা ভজনের বিরোধী স্ত্রী লইয়া বা অধিক মত্ততা জন্মায় এমন মদ খাইয়া যে ধর্ম্ম করা যায় তাহা স্বর্গে যাওয়ার কারণ বলিয়া হিন্দু সন্তানের উহা অনুষ্ঠান করা অকর্ত্তব্য। ঐরূপ কার্য্যকে রাক্ষসী বা পৈশাচিক স্থূল ধর্ম্মই বিবেচনা করা সঙ্গত। ঐ প্রকার ধর্ম্ম কার্য্য স্বর্ণশৃঙ্খল ও পাপ কার্য্য লৌহ শৃঙ্খল। গৃহী-

দিগের ইহা বন্ধন স্বরূপ। পাপ ও পুণ্যের দ্বারা বারংবার জন্ম ও মরণ ও অবনতি উন্নতি লাভ করিতে হয়। পর-নিন্দা পরগ্লানি হিংসা দ্বেষ পাপকে ত্যাগ করিয়া ও অন্যান্য প্রকার পাপ সমস্তকে ত্যাগ করত সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠান ও জীবকে অভয় দান করা মনুষ্যের উচিত। জীতেন্দ্রিয়, জিতাহার, সুশীল ও সচ্চরিত্র হও। গুরুদেবের ও অগ্নিযোতী তপস্বীর ও ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা শুশ্রূষা কর। দেবার্চ্চন হরিপূজা হরি নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন কর। হিংসা বর্জ্জিত কর্ম্মদ্বারা আপন আপন উপাস্য দেবতা ও দেবীর অর্চ্চনা কর। সৌগন্ধীর দ্বারা দেবতা মন্দির বিধৌত কর। সন্ধ্যায় দেবালয়ে দীপমালা প্রদান কর। তুলসী, নারায়ণ। শিবকে প্রদক্ষিণ কর। দেব গৃহে শব্দ শঙ্খ বাদ্য ও ঘণ্টা ভেরি মৃদঙ্গ পটাহ বিশাণ কিংবা ডিম ডিম নিনাদিত কর। বেদ পুরাণ তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত স্তবাদি পাঠ করত প্রত্যহ দেব দেবীকে প্রণাম কর। নিজ নিজ আশ্রম উচিত যে হিংসা বর্জ্জিত আচার, তাহারই অনুষ্ঠান করার নামই ভগবৎ সেবা। ইহাই করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। ইহাই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। সেবায়ং পরমং ধর্ম্ম সেবায়ং পরমং তপঃ ইহা অনেক শাস্ত্রে কথিত আছে।

দান ধর্ম্ম বলিতেছি।

অন্নদান, জলদান কর, অতিথি সৎকার কর। ব্রাহ্মণকে পয়স্বিনী গাভী দান কর। প্রাণ রক্ষা সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান কর। দেব পূজা নিমিত্ত পুষ্প কানন বাগিচা স্থাপন কর। কন্যা দান, বস্ত্র দান, স্বর্ণ দান, তাম্বুল দান, ঘৃত, ক্ষীর, দধি ও শর্করা ও গন্ধ, ফল, পুষ্প, ছত্র ও পাদুকা দান কর। ও বিদ্যা দান কর। শাস্ত্রে তিনটী মহাদান বলেন। তাহা বিদ্যা, ভূমি ও গাভী। শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম দান কর। ইহা ছাড়া বহু দান ও বহু ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব বেদ পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে। বাহুল্য হয় বলিয়া এই কয়েকটী লিখিত হইল; ইহার দ্বারাস্বর্গাদি সুখ ভোগ করা যায়। কিন্তু পূণ্য ক্ষয় হইলেই আবার এই পৃথিবীতে আসিতে হয়, কর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা কোন সময়ে দেবত্ব কোন সময়ে মনুষ্য ও কোন সময়ে পশুত্ব ও কোন সময়ে পক্ষীত্ব ও কোন সময়ে কীটত্ব ও কোন সময়ে কৃমিত্ব লাভ হয়। ইহা মহাভারতে ও অন্যান্য শাস্ত্রে লিখিত আছে। এই জন্য মহাত্মা গোস্বামীরা বলিতেছেন যথা—"কর্ম্ম কাণ্ড, বিষ কাণ্ড সুধা বলে খায়। নানা যোনী ভ্রমি জীব অধঃপাতে যায়।" এই জন্য বলি কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম গ্রহণ না করিতে

হয় এইরূপ কার্য্য করাই জীবের উচিত! দেখ ভাই! সকল জন্মেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হওয়া অসম্ভব। যদি কোন জন্মে অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায় তবেই অধঃপতনের কারণ হইবে বুঝিয়াও যদি কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা হয় তবে পূর্ব্বোল্লিখিত হিংসা বর্জ্জিত পূজা ও দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই গৃহীধর্ম্মের কর্ত্তব্য। কিন্তু সাবধান, যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহার যেন কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গ না হয়। অঙ্গভঙ্গ হইলেই পুণ্য সঞ্চয় না হইয়া নরক সঞ্চয় হয়। শুদ্ধ ভক্তিদ্বারা ও হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা পুণ্যপাপ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনাশ হইয়া যায় ও পরমধাম গোলকে যাইয়া চির কাল দাস ভাবে সুখে বাস করা যায়। এই জন্যই মহর্ষিরা ও মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ কলি যুগে হরিনাম কীর্ত্তন সার বলিয়াছেন। উহাই সকলের করা কর্ত্তব্য।

প্রাণী হিংসা পরদ্রব্য হরণ বা পরস্ত্রী গমন কিংবা বিশ্বাসঘাতক হওন ও মিথ্যা আচরণ করা ও পরনিন্দা করা কি পরশ্রী দেখিয়া কাতর হওয়া ইত্যাদি বহুরকম পাতক বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাই সকলের ত্যাগ করা উচিত। পাপ কার্য্য করিলে পর জন্মে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় ও এজন্মেও কাহাকেও কাহাকেও কষ্ট ভোগ করিতে দেখা যায়।

কিন্তু পর জন্মেই ভোগ হওয়াই সঙ্গত কথা। ইহা স্মৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিশেষরূপ লিখিত আছে ও অন্যান্য শাস্ত্রেও লিখিত আছে। বাহুল্য জন্য আর লিখিত হইল না। যে প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে উত্তম উত্তম ফল পাওয়া যায়, ঐ প্রকার অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপ আচরণে যন্ত্রণাদায়ক অধম ফল সমস্ত ভোগ করিতে হয়। এই জন্যই মনুষ্য পাপ করিবেন না। সৎ অনুষ্ঠানই করিবেন। কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা বারবার জন্ম মরণ হয়। ইহা পরমার্থ নহে। সকল বস্তুতেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভগবান কৃষ্ণকে অভেদ জ্ঞান করাই পরমার্থ, এবং সারভূত। ভগবানের ভক্তগণ ঐরূপ অভেদ জ্ঞান পথ ভক্তির আশ্রয় লইলে পরমধামে গমন করিতে পারিবেন। ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্বভূতময়। তিনি অব্যয়, অক্ষর, সনাতন কৃষ্ণ। এইরূপ যে অভেদ ভাবপ্রদা শুদ্ধ ভক্তি তাহাই বৈষ্ণবদিগের পূজা। অর্থাৎ হরিকে সর্ব্বময় হৃদপদ্মে দর্শন করাই বৈষ্ণবের সার ও পূজা। ফল পুষ্পাদির অনাবশ্যক। এই পূজাই শ্রেষ্ঠ ভজনা। ফল পুষ্পাদি দ্বারা বাহ্যিক পূজা, বাহ্যিক পূজা অধমাধম। ইহাই শ্রবণ করিয়া নিরাকারবাদী সাকার-বাদীকে বলিলেন ভাই সাকারবাদি তুমি জড় উপাসক নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম কি তাহা জান না। নির্গুণ ব্রহ্মের জাতি নাই, গুণ নাই, রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই, স্থান নাই,

উপাধি নাই, তিনি নিত্য নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহারই ভজনা করা কর্ত্তব্য। আর্য্যজাতি বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রে ও অন্য জাতির শাস্ত্রে লিখে যে জড়, ব্রহ্ম হইতে পারে না।

ভাই নিরাকারবাদী, তোমার মত যে যুক্তি বিরুদ্ধ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি সাকারবাদী, আমার মত যে যুক্তি সঙ্গত তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এমত স্থলে তুমি পুনরায় তর্ক উপস্থিত করিতে এক্ষণে বলিতেছি, তোমার মত নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ তাহার প্রমাণ এই, জড় অবশ্যই ব্রহ্ম হইতে পারে তাহা পরে বলিব, আর তোমার মত যে বিরুদ্ধ তাহা শ্রবণ কর।

বেদ ব্রহ্মকে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম স্থূল হইতেও স্থূল বলিয়াছেন। দেখ ভাই, এমন সমস্ত প্রাণী আছে যে তাহাদিগকে আমরা চক্ষুতে দেখিতে পাই না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অতি ক্ষুদ্র প্রাণীও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত প্রাণী যেমন দেখা যায় সেই প্রকার ভক্তির দ্বারা ভগবানের রূপ ভক্তগণ দেখিয়া থাকেন। ঐ যন্ত্র বিহীন চক্ষুতে লোক যেমন ঐ ক্ষুদ্র প্রাণী দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তিহীন লোকগণ ভগবানের রূপ দর্শন করিতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্ম প্রাণীদের যেমন অবয়ব আছে, ঐ প্রকার বৃহৎ হস্তী প্রভৃতি প্রাণীদেরও অবয়ব আছে, এই জন্য বেদ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, স্থূল

হইতে স্থূল বলিয়াছেন। নির্গুণ নিরাকার পদার্থ, আদৌ পদার্থ শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে নির্গুণ নিরাকার সে স্থূল হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইতে পারে না। কারণ তাহার অবয়ব নাই। যদি বল পরমাত্মা জীবাত্মার রূপ দেখা যায় না, কিন্তু দেহ ব্যতীত পরমাত্মা বা জীবাত্মা অনুমান হইতে পারে না। যেমন পিঞ্জরস্থ পাখী আবদ্ধ থাকে সেই প্রকার পরমাত্মা জীবাত্মা অনুমিত হয়। দেখ খাঁচা না হইলে কি পাখী শূন্যে আবদ্ধ থাকে? সেই প্রকার ভগবান, কৃষ্ণ সর্ব্বদেহে বিরাজ:করিতেছেন। যিনি সর্ব্ব পদার্থে বাস করেন তাঁহার নামই বাসুদেব। ঐ বাসুদেবই কৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণাদি অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে নির্গুণ নিরাকার, শূন্য বা কাল বা সত্য পদার্থ অনুমান হয়। ইহাঁরা সর্ব্বদাই আছেন মাত্র। ইহাঁরা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, স্থূল হইতে স্থূল হইতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের অবয়ব নাই। কিন্তু নির্গুণ নিরাকার পদার্থ দ্বারা গুণ উৎপন্ন হওয়া একান্ত অসম্ভব। কারণ নির্গুণ পদার্থ সগুণ হইতে পারিলে তাহার নির্গুণত্ব থাকে কই এজন্য বলি ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার হইতে পারেন না।

বেদে লিখিত আছে, দেহে পরমাত্মা প্রবেশ করিতে পারেন ও দেহ পরিত্যাগ করিতেও পারেন। যিনি প্রবেশ

ও পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনি সাকার ব্রহ্ম কৃষ্ণ, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের প্রবেশ বা পরিত্যাগ করিবার শক্তি জন্মিতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্মের শক্তি থাকিবার স্থান কই, এই জন্য বলি নির্গুণ ব্রহ্ম হওয়া যুক্তি সঙ্গত নয়। সর্ব্বশক্তিমান-দেহ বিশিষ্ট কৃষ্ণই দেহে প্রবেশ ও দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই জন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়াছেন। প্রমাণ ভগবদ্গীতা বাসাংসি জীর্ণানি ইত্যাদি শ্লোক।

তখন সাকারবাদী গ্রন্থকার বলিলেন ভাই নিরাকার-বাদী, ব্রহ্মের জাতি নাই, গুণ নাই, রূপ নাই ইত্যাদি বলিলে তবে তার কি আছে? বল শুনি কিরূপেই বা তাঁহাকে ভজনা করা যায়। যিনি নাই তাঁহার দ্বারা আমাদের কি উপকার সাধিত হইবে। উপকারের জন্যই ভজনা করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ ব্রহ্ম দয়াময়, তিনি দয়া করিয়া পাপতাপ দূর করিবেন ইহাইত আমাদের ভজনার উদ্দেশ্য; আর যাঁহার কিছুই নাই তাঁহাকে মন দ্বারায় কিরূপেই চিন্তা করিবে ও কিরূপেই বা তাঁহাকে মন দ্বারা পূজা করিবে ও কিরূপেই বা তাঁহাকে ডাকিবে। নিরাকার ব্রহ্ম তোমার মন দ্বারা নিশ্চয় হয় না বা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাও না। শুন যে একটা ব্রহ্ম আছে, সে থাকার দ্বারা তোমার বা আমার কোনই ফল নাই।

কেননা তুমি বল প্রেম দাও, সে কাণ না থাকায় শুনিতে পায় না, তুমি চরণ কমলে স্থান চাও, যাহার চরণ নাই সে কিরূপেইবা চরণ কমলে স্থান দিবে। যাহার উপাধি নাই সে কেমন করিয়া ব্রহ্ম শব্দ বাচ্য হইবে? তুমি বল চরণ আছে, দিবার শক্তি আছে, তবেই প্রকারান্তরে সাকার স্বীকার কর। মন বা কাণ না থাকিলে তিনি আমাদের ব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তনই বা কেমন করিয়া শুনিবেন। শ্রবণ কীর্ত্তন যাহার কাণ আছে ও মন আছে সেই শুনিতে পারে ও করিতেও পারে। যাহার মন বা কিছুই নাই তদ্দ্বারা কিছুই হওয়া অসম্ভব। বেদ বলিতেছেন, অচিন্ত্য অব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্ত জগতাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।

অব্যক্ত পদার্থই অচিন্ত্য তাহার কারণ এই, যাহা দৃষ্ট হয় না তাহা মনে ধারণা হওয়াও কঠিন। আবরণের পর পারে কোন পদার্থ থাকিলে তাহা যে কি তাহা কেমন করিয়া নির্ণয় হইবে। আবরণের পর পারে থাকিলেও অনুমানের দ্বারা তাঁহাকে সাকার বুঝিতে হইবে। ইহার আরও কারণ এই যে যাঁহাকে দর্শন করিলেই জীব মুক্ত হয় তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অদর্শন ভাবে না থাকিলে তাঁহার কৃত সৃষ্টি থাকে না। এই কারণে সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। কেবল

তাঁহার শুদ্ধ ভক্ত বা ভক্তের ভক্তই তাঁহাকে অবগত হইয়া কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। তাঁহাকে চিন্তা করিয়া অবধারণ করিলেও জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই জন্য তিনি অচিন্ত্য। অব্যক্ত হইয়া আছেন। তিনি সমস্ত জীবকে দর্শন দেন না, সমস্ত জীব তাঁহাকে দর্শন করিলে ভগবানের সৃষ্টি লোপের আশঙ্কা এই জন্যই তিনি অচিন্ত্য, অব্যক্তরূপে আছেন, রূপায় শব্দ বলার উদ্দেশ্য এই যে, পিতামহ ব্রহ্মা কেবল তাঁহার তেজ দর্শন করিয়াছিলেন। এই জন্য রূপায় শব্দ হইয়াছে আর কেহ ঐ তেজ দেখেন নাই এজন্য উদ্ধার হওয়ার নিমিত্ত মহর্ষি যোগী সন্ন্যাসীগণ ঐ রূপ অর্থাৎ তেজেরই চিন্তা করেন। নির্গুণায় গুণাত্মনে বলার উদ্দেশ্য এই যে, নির্গুণ ও সগুণ পদার্থ যাহা আছে সমস্তই তিনি। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই জন্যই একমেবা দ্বিতীয়ং শ্রুতির বচন হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ভগবান বলিয়াছেন জগৎ সৃষ্টি আমা হইতেই হইয়াছে। ও পরেতে এই সৃষ্টি আমাতেই প্রবেশ করিবে। ঐ জগতই আমি। ইহাতেও বুঝা যায় ভগবান ব্যতীত আর কোন পৃথক পদার্থ নাই সমস্ত জগতাধার মুর্ত্তয়ে ব্রহ্মায়ে নমঃ। ভগবান সমস্ত জগতের আধার মূর্ত্তি। সাকারের আধার সাকার হয়, শূন্যকে কেহ আধার বলে না ও উহার কোন মূর্ত্তি

নাই। এই জন্য বেদ আধার ও উপাধি মূর্ত্তি থাকা স্বীকার করিতেছেন। ব্রহ্মণে নমঃ শব্দ থাকায় তাঁহার ব্রহ্ম উপাধি স্থিরীকৃত হইতেছে এই জন্য বেদ আধার মূর্ত্তি ও উপাধি থাকা স্বীকার করিতেছেন। তখন মূর্ত্তি নাই, রূপ নাই, উপাধি নাই, বলা কি তোমার যুক্তি সঙ্গত? বেদ নিত্য আদি শাস্ত্র তাহাতেই যে, ভগবান সাকার প্রমাণ হইল। তিনি যে পুরুস তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এমত স্থলে বৈষ্ণবগণ বলেন যে, মণ্ডলাকার কোটী২ সূর্য্যের ন্যায় তেজাধার দ্বিভুজ মুরলিধর কৃষ্ণ যে পরমব্রহ্ম তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সৃষ্টি প্রকরণ দেখুন। নিরাকারবাদী ও নাস্তিক তোমরা দেখ আমি সাকারবাদী গোবিন্দকেলি শর্ম্মা আমি সত্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে শালগ্রাম, তামা, তুলসী, গঙ্গাজল লইয়া গাভীর পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া বলিতে পারি কৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম। সাকার নিরাকার আর কোন পদার্থ থাকিলে তৎ সমস্ত পদার্থই তিনি। তিনিই সকলের আদি, তাঁহার আদি কেহই নাই। তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান কৃষ্ণ সকল কারণের কারণ, বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না।

যাঁহার জন্ম ও মরণ আছে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় না, সে অংশ অবতার বা অংশ। ভগবান

দ্বিভুজ মুরলিধরের জন্ম মৃত্যু নাই। তিনি নিত্য ধাম গোলকে সর্ব্বকালেই বিরাজ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং, উদ্ভব হইয়াছেন। তাঁহার মাতা বা পিতা নাই। তাঁহার শরীর যে পরমাণু দ্বারা গঠিত তাহা সর্ব্বদাই একভাবে আছে। উহার ভাবান্তর কখন হয় না। পরমাণুর নিত্যতার প্রমাণ জন্য ন্যায় দর্শন শাস্ত্র ও নারদীয় পুরাণ দেখুন। ঐ শাস্ত্রে পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কাজেই ঐ পুরুষের দেহ নিত্য, উহার ধ্বংশ নাই। ঐ ভগবান হইতে সমস্ত দেব দেবী উদ্ভুত হইয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উহার প্রমাণ দেখুন। ভিন্ন২ দেশীয় শাস্ত্রবিদগণ বলেন হিন্দুরা যাঁহার জন্ম মৃত্যু ও হিংসা আছে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া মানেন কিন্তু তাহা নহে, হিন্দুরা যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন তাঁহার জন্ম মৃত্যু হয় না ও তাঁহার হিংসাও নাই অংশ বা অংশাবতারগণেরই জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে ও তাহাদের হিংসা আছে ইহার প্রমাণ শ্রীমৎভগবৎ মহাপুরণে দৈবকীনন্দন কৃষ্ণকে অংশাবতার বলিয়া গিয়াছেন, ও মহাভারতে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম ঐ কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অষ্টমাংশ বলিয়াগিয়াছেন। মহামায়া ভগবতী কালিকা, দক্ষের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তন্ত্রে বলে ঐ ভগবতী একশতবার দেহ ত্যাগ করিয়া শিব

সীমন্তিনী হইয়াছিলেন কাজেই ইহারা অংশ বা অংশাবতার। ভগবান্ দ্বিভূজ মুরালীধর হইতেই ইহারা উদ্ভব হইয়াছেন। ইহার প্রমাণ ঐ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের সৃষ্টি প্রকরণ দেখুন।

জড় সম্বন্ধে বলিতেছি শুন, একা কেবল চৈতন্য দ্বারা সৃষ্টি বা কোন কার্য্য হইতে পারে না। জড় প্রকৃতি, চৈতন্য পুরুষ একত্রিত হইয়া সৃষ্টি ও অন্যান্য কার্য্য হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের দাহিকা শক্তি থাকায় যেমন অন্য প্রকার বস্তু দাহ করিতে সক্ষম হয় সেই প্রকার ভগবান কৃষ্ণ দেহধারী পুরুষ। তিনি জড় ও চৈতন্য একত্রিত হইয়া সৃষ্টি বা ভক্তের প্রতি দয়া করিতে পারেন। ও ইচ্ছা মত ফল দিতে পারেন এক মেবা দ্বিতিয়ং, শ্রুতি। যেহেতু সাকার না হইলে মন, মন না হইলে ইচ্ছা হইতে পারে না এ সমস্ত কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যখন শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয় পঞ্চ মহাভূতের গুণ (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতের গুণ) তখন তেজ সাকার পদার্থ। এই পঞ্চ মহাভূতই জড় পদার্থ। এমত স্থলে তেজ যে গুণ বিশিষ্ট জড় পদার্থ তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বিশেষতঃ তেজের আধার না হইলে তেজ উৎপন্ন যে হয় না তাহা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। মহর্ষি যোগী সন্নাসীগণও তেজের উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং জড়ের উপাসনা করাই প্রমাণ হইতেছে। জড়ের উপাসনা সর্ব্ববাদী সম্মত।

বিশেষতঃ তুমি জড় ও চৈতন্য দুইটী পৃথক পদার্থ বল, কিন্তু তাহা হইলে শ্রুতির অতি প্রমাণ্য এই বচনটী মিথ্যা হয়, যথা একমেবা দ্বিতীয়ং—শ্রুতি। আমি জগৎ সাকার নিরাকার আর যাহা কিছু আছে, সমস্তই এক ব্রহ্ম কৃষ্ণ বলি। এস্থলে শ্রুতির ঐ বচনটী প্রমাণ স্বরূপ হয়। দেখ ভাই, সমস্ত পদার্থই কৃষ্ণময় দর্শন কর, যাহা কৃষ্ণ নহে বোধ হয় তাহাই মায়া, এই মায়ার নাশ হইলেই সমস্ত ব্রহ্ম বা কৃষ্ণ বোধ হইয়া থাকে। কৃষ্ণের নামান্তর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা জীবাত্মা। কৃষ্ণের আরও বহু নাম শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন। ইনি এক, দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। জন্ম মৃত্যু পাপ তাপ ও অন্যান্য যন্ত্রণা নিবারণ জন্যই ভক্তেরা, হে কৃষ্ণ দয়াময় আমাকে উদ্ধার কর বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা যে ডাকে তাহাকে আর এই ভৌম নরকে আসিতে হয় না। তিনি গুণময়, তাঁহার নাম অভ্যাস করিলে ও তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করিলে সর্ব্ব পাপ বিনাশ হইয়া যায়। নামের গুণ শুন বলি, গো কোটি

দানং গ্রহণেষু কাশী, মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী, সুমেরু তুল্যং হিরণ্য দানং, নহে তুল্য নহে তুল্য গোবিন্দ নামং। ভায়া তুমি যেমন নাই নাই কর, ভায়া নাস্তিকও সেইরূপ নাই নাই করে। কেবল আমি বলি আছে আছে আছে। আদি পুরুষ এক কৃষ্ণ ব্রহ্মই আছেন। সত্য সত্যই বলিলাম। কৃষ্ণই সমস্ত পদার্থ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। অর্থাৎ সাকার নিরাকার ও আরও কিছু থাকিলে সেও কৃষ্ণ বলিয়া জানিবা। অতএব ভাই নিরাকারবাদী ও ভায়া নাস্তিক আর বাকবিতণ্ডার আবশ্যক নাই। এস আমরা এখন এক পরামর্শ হইয়া হরি নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করি। ও ভগবান কৃষ্ণের অনন্ত লীলার যে তক পারি, শ্রীশ্রীগুরুদেব যাহা লিখান তাহাই লিখি এই বলিয়া সাকার, নিরাকারবাদী ও নাস্তিক তিন জনেই ঐক্য হইয়া গান গাহিতে লাগিলেন।

রাগিণী বেহাগ—আড়ার ঠেকা।

জয় নন্দ নন্দন, পরেশ পরমাত্মন, হরি ব্রহ্ম সনাতন। হরি অনাদি অনন্ত হরিগুণের নাই অন্ত, পাপ তাপ হারী কৃষ্ণ নাম করি সংকীর্ত্তন। গোবিন্দকেলি বলে যে জন হরি নাম বলে, পরম ধামে সে যায় চলে, এড়ি শমন শাসন।

২য় গান।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়ার ঠেকা।

ভজ হরি সারাৎসার, হরি ভিন্ন যা দেখ সব মায়ারি আকার, সর্ব্বদেবময় হরি, যদি হরি আরাধিয়ে মরি, জন্ম মরণ নিবারি, হব ভব পার, গোবিন্দকেলি বলে, নাম সংকীর্ত্তনের বলে, ভক্তগণ অবহেলে, লভে ভক্তি পারাবার।

তাল একতালা—রাগিণী মূলতান।

জীব হরি নাম কর এবে। হরি নাম স্মরণ কর সর্ব্বক্ষণ ভব বন্ধন ঘুচিবে। পঞ্চ রস মাখা আছে হরি নামে। অভক্তে না জানে, জানে পঞ্চাননে। আরও জানে নারদ আদি ঋষিগণে, আরও জানে ভক্ত সবে। গোবিন্দকেলি বলে এই যুক্তি সার, অসার সংসার ভাবিয়া অসার, হরি নাম সার করিলে এবার, শমন ভবনে আর না যাবে।

যাঁহার আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্য্য করেন তিনি মোক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণই মোক্ষ, তাঁহাকে লাভ করিলে পাপ তাপ ধ্বংশ হয়, ও তাঁহার পরমধামে যাইয়া অনন্ত

সুখ অর্থাৎ যে সুখের শেষ নাই এমন সুখ ভোগ করা যায়। যাহা হইতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন নহে। বলিতে কি তিনি জগৎ। যাহা ব্যতীত ইহার চেষ্টাকে চৈতন্য বলা যাইতে পারে না। সেই স্তুত্য অক্ষর অনন্ত দেব কৃষ্ণই মোক্ষ দাতা। তাঁহাকে শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা ধ্যান করিলে ভক্ত জীব ঐ কৃষ্ণ মোক্ষ লাভ করিতে পারে। কৃষ্ণই অক্ষয় অব্যয় পুরুষোত্তম। ঐ কৃষ্ণই জগৎ। বিষ্ণুপুরাণে ও নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে কৃষ্ণই সাকার পুরুষ। বেদ আদিম শাস্ত্রেও লিখে। শ্রীমৎভাগবতে লিখে ভক্তি মুক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হ'তে নয়।

৪র্থ খণ্ড।

পরম ধাম গোলকে ভগবান্ কৃষ্ণ নির্ম্মল আকাশে পূর্ণ শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা সৌরভভরে দিক সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল্ল কুমুদিনী ও মধুকর গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া আশ্রিতা গোপীকাদিগের সহিত রতিক্রিয়া করিতে অভিলাষী হইয়া বংশী স্বর দ্বারা

গোপীগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কামিনীর চিত্তহারী ঐ মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ করতঃ অসংখ্য গোপীকা সুসজ্জিতা হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাস মঞ্চে উপনীত হইতে লাগিলেন, সৌভাগ্যবতী গোপীকা সমূহ রাসমঞ্চে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন, হে কৃষ্ণ ভক্ত প্রতি-পালক? তুমি প্রত্যেক গোপীর মনস্কামনা পূর্ণ নিমিত্ত যত গোপী ততই কৃষ্ণ হইয়া, আমাদের সহ বিহার কর, এই প্রার্থনা। আমরা স্ত্রীজাতী, তোমার দাসী, তোমার সঙ্গ ও সেবা ব্যতীত কিছুরই প্রার্থী নহি। অন্তর্যামী ভগবান্ গোপীদিগের মনের ভাব বুঝিয়া সেই সময়ে মহারাস মঞ্চে যত গোপী তত কৃষ্ণ হইলেন। তখন গোপীকাগণ অনি-বারিত ভাবে কৃষ্ণকে দর্শন ও পুলকাঞ্চিত দেহে কৃষ্ণ সম্মুখে আগমন করিয়া বারংবার চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণ গোপী সমূহের নেত্র সমূহের অতীব মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছিল, কোন কোন গোপী সৌগন্ধি চন্দন দ্বারা কৃষ্ণ শরীর আলেপন করতঃ পারি-জাত ও মালতি প্রভৃতি সৌগন্ধি পুষ্পের মালা কৃষ্ণের গলদেশে দিয়া ও নানা বর্ণের সৌগন্ধি পুষ্প সমূহের অলঙ্কার দ্বারা কৃষ্ণের ময়ূর পুচ্ছ শোভিত চূড়া ও কুণ্ডল শোভিত কর্ণ ও পীতাম্বর শোভিত কোটি ও স্বর্ণ বলয় শোভিত বাহু ও স্বর্ণ নূপুর শোভিত চরণদ্বয় সুসজ্জিত

করিয়া কামোন্মত্ত হইয়া অনিমেষ নয়নে কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা নবজলধর স্বরূপ অতি মনোহর রূপ দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন। নাথ! তোমার এই ত্রিভুবন মোহন স্বরূপ অবলোকন করিয়া ও তোমার মধুমাখা বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা অপার আনন্দ লাভ করিতেছি, এইরূপ আনন্দ তোমার ভক্তগণ তোমাকে হৃদপদ্মে অনুভব দ্বারা দর্শন করিয়া লাভ করিয়া থাকেন। তুমি যেমন গোপীর সর্ব্বস্বধন ঐ প্রকার ভক্তেরও সর্ব্বস্ব ধন বটে। আর কি বলিব ভগবান কর্ণ ভরিয়া গোপীকাদিগের অস্ফুট মধুর আরাব মধু পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করতঃ মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। গোপীর বিলাসপূর্ণ বাক্য সুধা পানে আসক্ত হইয়া ভগবান কৃষ্ণের মন আনন্দে মগ্ন হইল, তখন কৃষ্ণ গোপীদিগের প্রতি সদয় হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক গোপীকাদিগকে ধারণ ও আলিঙ্গন করতঃ মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ভাব গর্ভস্থিত পূর্ণ বাক্যবিলাস মনোহর গমন ও সকটাক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া গোপীগণ ভগবান কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, তখন মধুর ভাবের ভাবিকা এক এক গোপীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এক এক কৃষ্ণ মহারাস মঞ্চে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন। সরল হৃদয়া গোপীকাগণ কামোন্মত্ত হইয়া চকোরীর ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের বদন-সুধা পান করিতে লাগিলেন। গোপী-

দিগের নয়ন সমূহের আহ্লাদ স্বরূপ কৃষ্ণ সমস্ত তদ্দর্শনে মণ্ডলাকারে গোপীগণের হস্ত ধারণ করিয়া নাচিতে ও গাহিতে লাগিলেন। সেই সময় গোপীদিগের এইরূপ আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহারা কোন সময়েই ঐরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করার নিমিত্ত সেই সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ এক এক গোপীকে এক এক কৃষ্ণ হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে গোপী সমূহ কৃষ্ণের রতি ক্রিয়ায় পরিতৃপ্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কৃষ্ণকে বক্ষোপরি বাহু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ মুখে মুখ দিয়া কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল সুধা বোধে পান করিতে লাগিলেন। ও হাস্য করতঃ গোপী সমূহ বলিলেন হে কৃষ্ণ আমরা বড়ই তপস্যা করিয়াছিলাম, তৎকারণেই অদ্য আমরা তোমার সুরত ক্রিয়ায় ব্রতী হইয়া চরিতার্থ হইলাম। কেননা কামিনীদিগের স্পর্শ অনেক বেশী এই জন্য,. ইহারা কামক্রিড়ার অপেক্ষা আর কিছুই ভাল বাসে না। তুমি অন্তর্য্যামী সমস্তই অবগত আছ, এই বলিয়া গোপীকাগণ সুন্দর নয়ন বিস্ফারিত নেত্রে অনিবারিত ভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন ও হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। আহা সৌভাগ্যবতী গোপীকাগণ যাহাদের নয়নরূপ ভ্রমর পুঁক্তি সমূহ কৃষ্ণ সমূহের

বদনাব্জের মধু পান করিতেছে, তাহারাই ধন্যা। অর্থাৎ সেই মধুর হাসিনীগণ ধন্যা। সেই সময়ে গোপীকাগণ নববারিদের কোলে বিদ্যুৎ হইয়া শোভা ধারণ করিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণ সমূহ গোপীকাসমূহকে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া উরু, স্তন, নখ দ্বারা স্পর্শ করতঃ শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে আকাশস্থিত দেব দেবী দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি, ঋষি ও রাজর্ষি যাঁহারা মহারাস দর্শন করিতে গিয়াছিলেন,তাঁহারা বলিলেন ধন্য গোপীদেরপ্রেম ও সখীভাব ও মধুর রস। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চারি রসেই ঐ মধুর রস বর্ত্তমান আছে। অতএব কৃষ্ণ প্রীতিকারিণী কৃষ্ণ প্রাণ গোপীকারাই ধন্যা এইরূপ ভাবে ভগবান্ গোলকে বহুকাল ব্যাপীয়া অর্থাৎ ব্রহ্মার পর-মায়ুর সংখ্যা পর্য্যন্ত মহারাস লীলা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে গোপীকাগণ ভগবানের অনুগ্রহে অতিশয় গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ দর্পহারী, তাহা জানিয়া সহসা অন্তর্ধান হইলেন। তখন কৃষ্ণানুরাগিনী গোপীগণ কৃষ্ণ অদর্শন বিরহে কাতর হইয়া ঐ গোলক ধামের বন সমূহে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন এক গোপী অন্য গোপীকে বলিলেন, সখি! লীলা-লঙ্কৃত গামী কৃষ্ণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ্ম যব চিহ্ন সুশোভিত চরণ চিহ্ন দেখ। কোন পুণ্যবতী মদালস ভরে কৃষ্ণের

সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিয়াছেন, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। কোন গোপী কহিলেন, সখী এই স্থানে কৃষ্ণ কোন গোপীর জন্য উচ্চ হইয়া পুষ্প চয়ন করিয়াছেন। তাহার কারণ সকল স্থলেই তাহার পদের অগ্র ভাগই চিহ্নিত হইয়াছে, কোন গোপী কহিলেন, কোন ভাগ্যবতী গোপী সৌগন্ধি কোমল পুষ্প সমূহ দ্বারায় কৃষ্ণ অঙ্গ ও নিজ অঙ্গ সজ্জিভূত করিয়া এই কোমল পত্রের শয্যায় আনন্দে শয়ন করিয়াছিলেন, যেহেতু বহু পুষ্প এ স্থানে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, কোন গোপী কহিলেন সখী এস্থানে আরও কৃষ্ণের পদ চিহ্নের পশ্চাৎ আর এক জন গোপীকারও পদ চিহ্ন দেখিতেছি। নিতম্বভারে মন্থর গমনা পুণ্যবতীকে বোধ হয় কৃষ্ণ অঙ্কে বা স্কন্ধে করিয়া নিবিড় বনে গমন করতঃ ঐ সৌভাগ্য শালিনীর সহিত বিহার পূর্ব্বক তাহার মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন, কারণ এই স্থান হইতে আর একটারও পদ চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এইরূপ ভাবে বিলাপ করতঃ গোপীগণ বিরজা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে ও কান্দিতে লাগিলেন, তখন কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া রাসেশ্বরী রাধিকা প্রধান সখি ললিতাকে বলিলেন, সখি, দেখ যে নিকুঞ্জের কুসুম রাজিতে অলিকুলের বিনা যন্ত্রের মধুমাখা ধ্বনির ন্যায় অপরূপ ধ্বনি শ্রুতি কুহরে

প্রবেশ করিত, অদ্য সেই ভ্রমরের আশ্চর্য্য ধ্বনি বারংবার বজ্রাঘাত ধ্বনির ন্যায় হইয়া শ্রুতি কুহরে প্রবেশ করিতেছে। সখি যে মলয় অনিল চামরের সমীরের ন্যায় এ অঙ্গে সর্ব্বদা সুশীতল বোধ হইত অদ্য সেই মারুত অনল হইয়া শরীর স্পর্শ করিতেছে। যে পীকের পঞ্চমস্বর সুমধুর সঙ্গীতের স্বর জ্ঞান করিতাম, অদ্য সেই সুমধুর সঙ্গীতের স্বর বিষাক্ত শর হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করতঃ আত্মা মনকে উন্মাদিনী করিতেছে। সখি, যে কৃষ্ণ নবঘন উদিত হইয়া বারি দানে এ চাতকিকে পরিতৃপ্ত করিবেন আশা ছিল। কৃষ্ণ অদর্শন ও নিশা অত্যধিক হওয়ায় সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। শ্রীরাধিকার ইত্যাকার ক্ষেদোক্তি শ্রবণে ললিতা বলিলেন, সখি, ধৈর্য্য ধর। শ্রীকৃষ্ণ এলেন প্রায়। এখনও অধিক যামিনী আছে। তবে কি জন্য এত তাপিনী হইতেছে বল। ললিতার আশ্বাস বাক্যে শ্রীরাধিকা বলিলেন, সখি ভক্তগণ যে কৃষ্ণের অতুলনীয় রূপ হৃদপদ্মে অবরোধ করিয়া দর্শন করতঃ পরমানন্দ লাভ করেন সেই প্রকার কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া গোপীরা পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। হায় সেই কৃষ্ণরূপ অদর্শনে গোপী সমূহ কিরূপে স্থির হইয়া থাকিতে পারে। গোপীদিগের কৃষ্ণ প্রেমে আসক্তি অধিক জন্য গোপীরা হা কৃষ্ণ হৃদয় বল্লভ

কোথায় গেলে ? যদি এই অধীনাদিগকে দর্শন না দেও, তবে এখনই এই বিরজা-জলে দেহ ত্যাগ করিব এই বলিয়া কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া গোপীগণ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের পদ্ম পলাশনয়ন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাফলকের ন্যায় বারিবিন্দু সমস্ত পতন হইতে লাগিল। কোন কোন গোপী বিবেচনা করিলেন কৃষ্ণ বুঝি আমার হৃদ পদ্মে লুক্কাইত হইয়াছেন। ইহাই বিবেচনায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া অতি সুন্দর কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া মোক্ষ লাভ করিলেন। কারণ কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দ ভোগ করার হেতু ঐ গোপীদের পুণ্য সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে কৃষ্ণ অদর্শন হওয়ায় গোপীরা বড়ই দুঃখিত হওয়ায় পাপ সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলেই মোক্ষ হয়। কাজেই ঐ সময়ে গোপীকাগণ মোক্ষ লাভ করিল অর্থাৎ কৃষ্ণেই মোক্ষ। কৃষ্ণকে গোপীকাগণ লাভ করিল অর্থাৎ কৃষ্ণ তখন মহারাস মঞ্চে উদয় হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া গোপী সমূহের বিশৃঙ্খল কেশ-পাশস্থিত সৌগন্ধী পুষ্প সমূহ পতিত হওয়ায় মদন বাণে উন্মত্ত হইয়া গোপীগণের বারংবার বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল। ও বিশিষ্ট কাঞ্চি সংযোগে গোপীর বস্ত্র বন্ধন খসিয়া যাওয়াতে গুরুভার নিতম্ব কান্তি প্রকাশ হইল,

পদ সঞ্চালনের স্খলন জনিত সল্লাঘাত দ্বারা রত্নালঙ্কাররে ঝঙ্কার উপস্থিত হইল। অধর সমূহ প্রফুল্লিত ও নীল পদ্ম সদৃশ নয়ন সমস্ত অনিমেষ হইয়া সুশোভিত হইল। ও কর্ণ কুণ্ডল সমূহ উল্লসিত হইতে লাগিল। গোপী-দিগের শরীর মধু রসে পরিপরিত হওয়ায় মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত সুধা সদৃশ বাক্যাবলী ভগবানের অতীব মনোহারিণী হইয়াছিল। তখন গোপীগণ মদন উন্মাদ কৃষ্ণকে বেড়িয়া গাহিতে এবং নাচিতে লাগিলেন, অতঃপর সৌভাগ্যশালী ও কমনীয় শ্রীকৃষ্ণের রূপের শোভা হইতে উৎপন্ন অমৃত রসের পানাভিলাষিণী গোপ বধুর যেন প্রণয় সলিলের স্রোত প্রবাহ আলস্য চপল লোচন পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

কোন কোন গোপীর স্থূল নিতম্বের মন্থর গতি ও গুরু কুচ দ্বয়ের ভার হেতু কিঞ্চিৎ বক্র ত্রিবলীর লোম সকল মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে ও কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধিনী হইয়াছে। পরমা সুন্দরী নব যৌবন সম্পন্না গোপী সমূহ সমান গুণ ও বয়ক্রম ও বিলাস ও বেশ ভূষা হেতু পরস্পরে মিলিত হইয়া মধুরাস্ফুট বেণুর স্বরে ও মন্দোচ্চ ভাগে সঙ্গীতপর হইয়া হস্ত বদনাভিনয়ে অনির্ব্বচনীয় দক্ষতা প্রকাশ ও নাচিতে গাহিতে লাগিলেন। যদিচ রাধাকৃষ্ণ একাত্মা, ঐ রাধা কৃষ্ণকে একত্র মিলন হইলেই

তাহাকে যুগল রূপ বলে। স্বর্ণ পদ্ম রাধা কর্ত্তৃক নব জলধর বর্ণ কৃষ্ণ ভৃঙ্গের মনোহরণ করিতেছে, ঐ রত্ন মণি কৃষ্ণ ভৃঙ্গ ঐ স্বর্ণ পদ্মের উপরিস্থত হইয়া মধু পানে মত্ত হইয়াছেন ও উভয়ে উভয়ের রূপ গুণের দ্বারা মনোহরণ করিতেছেন। এইরূপ উভয়ের মিলন হওয়াতে কন্দর্পের দর্প চূর্ণ হইতেছে। আহা উভয়ের শ্রীমুখ প্রফুল্ল হওয়ায় অতিশয় সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। যে প্রকার নবমেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চার হইলে শোভা হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিনোদিনীর নীলাম্বরী শাড়ি ও বিনোদের পীতাম্বর এক স্থানে হওয়ায় শোভা পাইতেছে; দেহ, কান্তিতে কোটি কোটি চন্দ্র স্বরূপ রাধাকৃষ্ণরূপ ঐরূপ শোভা পাইতেছে। এই প্রকার রাধা অংশ জাতা গোপীগণ ও কৃষ্ণ অংশ সম্ভুত কৃষ্ণ সমূহ মহারাস স্থলীতে সুসজ্জিত হইয়া বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধা কৃষ্ণ দুই তত্ত্ব একত্র হইলে পর তাহাকেই যুগল কিশোর রূপ বলিতে হইবে। উহাই নিষ্কাম ভাবে ভক্তগণ ভজনা করিয়া থাকেন। যিনি ভক্ত ঐ অপরূপ রূপ হৃদয়ে দর্শন করেন তিনি নিশ্চয় পরম ধামে গমন করিয়া অনন্ত কাল নিত্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

পরম ধাম কি তাহা বলিতেছি—

বিষ্ণুর অতি উৎকৃষ্ট মোক্ষধাম বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশত

যোজন উর্দ্ধে আধার রহিত পরম ধাম গোলক উহা ভগবানের ইচ্ছায় অনন্ত আকাশ মধ্যেস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, ও অনন্তকাল হইতে স্থায়ী ভাবে রহিয়াছে। ঐ ধামের চতুস্পার্শ্বে বলয়াকারে বেষ্টিত ভগবানের এক প্রধানা শক্তি বিরজা দেবী রাসেশ্বরী সর্ব্ব প্রধানা শক্তি শ্রীরাধিকার অভিসম্পাতে জলময়ী হইয়া ঐ পরমধামের চতুস্পার্শ্বে সমুদ্রের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছেন। এই দেবী সপ্ত সমুদ্রের মাতা। এই নদীতে তিমিঙ্গিল প্রস্থ ও প্রস্থরাঘব নামীয় মৎস্যগণ ও চক্রবাক্ হংস কারণ্ডক প্রভৃতি পক্ষিগণ পরমসুখে বিহার করিতেছে। ঐ ধামের চতুস্পার্শ্বে শত শৃঙ্গ নামীয় অতুলনীয় শোভাধারী এক অতি উচ্চ পর্ব্বত প্রাচীরের ন্যায় হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে ও ঐ ধামে শ্রীরাধার অংশ জাতা পরমাসুন্দরী বালিকা হরিণী নয়না পূর্ণ যৌবনা গোপিকাগণ ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত মহারাস মঞ্চে বিহার করিয়া থাকেন। ঐ ধামের গাভীগণ গো মাতা, মাতা সুরভির ন্যায় শ্রেষ্ঠা। ঐ ধামে সারি সারি হরিৎবর্ণে সুশোভিত কল্প তরুগণ প্রার্থিগণকে ইচ্ছা মত ফল সমস্ত প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ ধামের অসংখ্য মন্দির ও সোপান সমস্ত বৈদুর্য্য ও সমন্তক ও অয়সকান্ত ও সূর্য্যকান্ত ও নিলকান্তমনি ও মুক্তা, প্রবাল, হীরক ও বিশুদ্ধ

স্বর্ণদ্বারায় ভগবানের ইচ্ছায় থরে থরে সারি সারি গঠিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। ঐ পরম ধাম গোলকে. সূর্য্যের উত্তাপ নাই, ধূলি জল নাই, ক্লান্তি নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, শোক নাই, ঐ স্থানে সর্ব্বদা বসন্ত ঋতু বিরাজ করিতেছে।

ঐ ধামে পূণ্য নাই, পাপ নাই, তাপ নাই, হিংসা নাই, জরা নাই, জন্ম নাই, মরণ নাই, কোনই কষ্ট নাই, সেই আনন্দময়ের ধামে কেবল সর্ব্বদাই আনন্দিত হইয়া অপ্সরাগণ অপেক্ষা পরমরূপবতী ও গুণবতী পূর্ণ যৌবনা, হরিণী নয়না রমণীগণের কাম কটাক্ষে আপ্যায়িত হইয়া গীত বাদ্য রসের রসিক হওত ঐ হরিণী নয়নাদিগের সহিত বিহার করা যায়। কত কোটি ২ অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ভক্ত পুরুষ ও ভক্ত স্ত্রীগণ তথা বাস করিতেছে তাহার নির্ণয় নাই। ঐ ধামের বর্ণনা করার সাধ্য আমি কেন, কাহারও নাই কারণ ঐ ধামের অতুলনীয় শোভা ঐ ধাম সহস্র দল পদ্মের ন্যায় অতি সুন্দর। উহার উচ্চে আর কোন ধাম নাই বা কোন বস্তু নাই। অতএব হরি নাম শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা ও হরি চিন্তা ও হরি দর্শন দ্বারা ঐ অতুল সুখ সম্পন্ন অনির্ব্বচনীয় প্রীতিপ্রদ ধামে গমন করাই ভক্ত গণের কর্ত্তব্য। হে! ভগবান কৃষ্ণ দ্বিভূজ মুরলিধর হরি! তোমার মস্তকে চাঁচর চিকুর ও ময়ূর পুচ্ছে

সুশোভিত অগ্নি বর্ণ স্বর্ণের চুড়া ও কর্ণের মকর কুণ্ডল মণী মাণিক্য মরকত ইত্যাদি উৎকৃষ্ট স্বর্ণের দ্বারায় প্রস্তুত হইয়া ঝল মল করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তোমার চক্ষু উৎপলের ন্যায় সুন্দর। ভুরুদ্বয় কাম ধনুর ন্যায় অতিশয় রমণীয়। নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও সুদৃশ্য। পক্কবিম্ব ফলাপেক্ষায় সুন্দর তোমার ওষ্ঠাধার। দাড়িম্ব বিজ অপেক্ষায় সুন্দর দন্ত সমূহ। কাল ফণী অপেক্ষায় সুন্দর বাহুদ্বয় ও তোমার বিশাল বক্ষস্থলে কৌস্তভ মণী শোভা পাইতেছে সিংহের কোটির ন্যায় তোমার কোটি দেশ ঐ কোটীতে পিতাম্বর তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। রাম রম্ভাপেক্ষায় তোমার উরু সুশোভিত তোমার চরণ কমল ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যব পদ্ম চিহ্নে সুশোভিত হইতেছে। ও তোমার পদতল রক্তিমাকার নখ সমস্ত চম্পক কলিকার অপেক্ষাও সুন্দর। চরণ স্বর্ণ নুপুরে সুন্দর শোভা ধারণ করিতেছে। তোমার এবম্প্রকার নবনীরদ কান্তি রূপ ভক্তগণ হৃদয়াকাশ মধ্যে অর্হনিশি অবলোকন করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইয়া নয়ন আর ফিরাইতে পারেন না। ভব নদী পার প্রার্থী ভক্তগণ ঐ চরণদ্বয় বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া থাকেন। হে ভগবান! ঐ চরণদ্বয় আশ্রয় করিয়া বহু ভক্তগণ ভব সমুদ্রের পরপারে

পরমধামে গিয়াছেন ও যাইতেছেন ও যাইবেন। পরমায়ু ক্ষয় হইলে ঐ চরণ আশ্রয় করিয়া ঐ পরমধামে যাইব। তোমার ঐ চরণদ্বয় ভব সমুদ্রের ভেলার স্বরূপ। আর এই পাপ তাপ পরিপূর্ণ ভৌম নরকে আসিব না এই প্রার্থনা।

হে ভগবান্ কৃষ্ণ! তোমার ঐ ভক্তগণের যেরূপ ইচ্ছা ঐরূপ আমারও ইচ্ছা হইতেছে, অতএব দয়াময় দয়া করিয়া আমারও ইচ্ছা সম্পূর্ণ করুন।

হে কৃষ্ণ ভগবান! বেদে ও হরি ভক্তি বিলাসে ও বিষ্ণু পুরাণে লিখে সমস্তই তুমি, এক ভগবান্ দ্বিতীয় নাস্তি। স্থাবর, জঙ্গম, জড় চৈতন্য, নির্গুণ, সগুণ ও আরও কিছু থাকিলে তাহাও তুমি, তুমি সর্ব্বময়। ভগবদগীতায় ভগবান বলিয়াছেন হে অর্জ্জুন, সমদর্শিতা লাভ কর অর্থাৎ সমস্তই ভগবান বলিয়া তোমার জ্ঞান জন্মুক।

তুমি গোলক ধাম মধ্যে যে বৃন্দাবন আছে তাহা কখনই পরিত্যাগ কর না, এই জন্য ভক্তি শাস্ত্রে বলিয়াছেন, বৃন্দাবন পরিত্যজ্যং পাদমেকং ন গচ্ছতি, তৎ কারণ এই, তোমার অংশ বা অংশাবতারগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লোকবৎ লীলা করতঃ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। অংশ বা অংশাবতার হইয়াও তুমি ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক। এই জন্য

নামই নিষ্কাম ভক্তি বা শুদ্ধ ভক্তি। ঐ ভক্তির অধিকারী হই, এই প্রার্থনা।

হে কৃষ্ণ জীবাত্মা বা পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম দেহ ধারী না হইলে অনুমান কে করে, আমি যদি নিরাকার নির্গুণ হই তাহা হইলে অনুমান কে করে ও অনুমান করাই বা কেমন করিয়া যুক্তি সঙ্গত হয়। অর্থাৎ সত্য বা কাল আর শূন্য এই তিনটী দ্বারায় পরমেশ্বরকে অনুমান হইতে পারে না। কারণ ইহাদের মন নাই। কিন্তু ইহারা নির্গুণ নিরাকার বটেন, কিন্তু কার্য্যক্ষম নহেন। ইহাদের অনুমান প্রভৃতি কোন কার্য্য করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। এমত স্থলে তুমি পরমাত্মা, তোমার সূক্ষ্ম শরীর আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বেদে তোমাকে পরমাত্মা ভোক্তা বলিয়াছেম। সাকার কৃষ্ণ তুমি পরমাত্মা না হইলে ভোগ কে করে? নিরাকার নির্গুণের ভোগ করা যুক্তিতে আইসে না। তোমাকে দেখিতে পাই না। তথাপি তোমার নবঘন সদৃশ অতুলনীয় মনোহর কান্তি যে সময়ে ২ অনুভব দ্বারা দর্শন করি ইহাতেই আমি ধন্য। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে, নারদ গোস্বামীকে যে দেবের দেব মহাদেব উপদেশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে আমিও মিলিয়া ধর্ম্ম ও মহা বিরাট আমরা যে বেদের অর্থ কল্পনা

করিয়াছি, তাহা যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এমন যে কঠিন ও নিত্য সকল শাস্ত্রের আদি শাস্ত্র বেদ যাহা হইতে উপনিষদ পুরাণ তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি বহু শাস্ত্র হইয়াছে ঐ বেদেই তোমাকে পুরুষ ও তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই বলিতেছেন, তখন অন্য শাস্ত্র কিসে লাগে, তুমি যে আমার ধ্যেয় বস্তু, তোমাকে শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা যে আমার চিন্তা করা ও ডাকা উচিত, ইহাই আমি যে বুঝিতে পারি ইহাতেই আমি ধন্য। ও আমার পিতা মাতা ও আমার পিতৃলোক ধন্য। কেননা কুলে যদি বৈষ্ণব পুত্র জন্মে, তবে তাহার পিতা মাতা ও পিতৃলোকগণ বড়ই আনন্দ অনুভব করেন। আমার বৈষ্ণব হইবার শক্তি না থাকিলেও আমি বৈষ্ণবের দাস, এমত স্থলে আমার পিতা মাতা ও পিতৃলোকগণ অবশ্যই ধন্য, হে কৃষ্ণ আমি ভজন সাধন কিছুই জানি না। আমি অধম, তোমার নাম যে অধম তারণ ইহা আমি অবশ্যই জানি, অতএব হে অধম তারণ কৃষ্ণ তুমি আমাকে সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর।

মহাপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে-

আরাধিত যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং নারাধিত যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং অন্তর্ব্বহি যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং নান্তর্ব্বহি যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।

অর্থ—

যে হরিকে আরাধনা করে তাহার তপস্যার প্রয়োজন কি আর যে হরিকে আরাধনা করে না তাহারি বা তপস্যার প্রয়োজন কি এবং অন্তরে বাহিরে যে হরিকে দর্শন করে তাহারই তপস্যার প্রয়োজন কি ? আর যে অন্তরে বাহিরে হরিকে দর্শন করে না তাহারই বা তপস্যার প্রয়োজন কি ?

তপস্যা চান্দ্রায়নাদি পাপ ক্ষয় নিমিত্ত ধর্ম্ম কার্য্য সমস্ত। বৈষ্ণবদিগের কেবল হরিভক্তি, হরিনাম জপ হরি চিন্তা ও হরি কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। চান্দ্রায়নাদি অনাবশ্যক।

পয়ার।

বৈষ্ণব বৈষ্ণব শাস্ত্র কলিতে প্রধান।
ভক্তি শাস্ত্রে আছে ইহার অনেক প্রমাণ
বৈষ্ণব হইয়া কৃষ্ণ চিন্তা যে করিবে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সেই নিশ্চয় জানিবে।
বৈষ্ণব হইয়া যে করিবে কৃষ্ণ নাম।
অবশ্য লভিবে সে কৃষ্ণের পরম ধাম।
বৈষ্ণব হইয়া হরি কথা শুনে যেই।
যম দণ্ড হ'তে মুক্ত হয় ভাই সেই।
বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণ নাম করিলে কীর্ত্তন।
অনায়াসে এড়ে সেই জনম মরণ।
বৈষ্ণব হইয়া শুদ্ধ ভক্তি লভে যেই।
কৃষ্ণের স্বরূপ হয় অবগত সেই।
কলিযুগে লোক সব অল্প আয়ু ধরে।
অল্প বুদ্ধি অল্প শ্রমী অল্প চিন্তা করে।
এই জন্য মহাদেব বলিয়াছেন বাণি।
হরি ব'লে উদ্ধার হ'বে কলির প্রাণী।
হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন কলির সার।
মহাপ্রভু করেছেন ইহাই প্রচার।

আচার্য্য বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
প্রভু বলে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
জ্ঞান কর্ম্মে হরি ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।
এই জন্য জ্ঞান কর্ম্ম ত্যজ বুদ্ধিমান।
গুরু, কৃষ্ণ, শিক্ষা গুরু তিন এক হয়।
কৃষ্ণময় এ জগৎ জানিবে নিশ্চয়।
কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তি হীন।
বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলে তর্কে বহু দূর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।

তাল কাওয়ালী—রাগিণী মল্লার।

মন রসনায় হরি নাম কররে কীর্ত্তন, বৃথালাপে কর কেন কালেরি কর্ত্তন, দেখ এক বৃক্ষে সমারুঢ় নানাজাতি বিহঙ্গম, প্রভাতে দশদিক তারা করিয়া থাকে গমন, সেই প্রকার এ সংসার, পুত্র দারা আত্মীয়গণ, তুমি কার কে তোমার ভেবে একবার দেখরে মন, বাল্মিকী দস্যু ছিল, রাম যপি মুনি হ'ল, অজামিল উদ্ধার হ'ল স্মরি নারায়ণ, গোবিন্দকেলি কয়, কর হরির নামাশ্রয়, পাপ তাপ দূরে যাবে, খণ্ডিবে জনম মরণ।

তাল—একতালা।

বাগদেবীর পদে করি প্রণিপাত, কবিতা রচিতে হইনু প্রবর্ত্তিত, শুন মা ভারতি হইয়ে পুলকিত, তব পদ শোভা বর্ণিনু যেই মত, তব পদ তল, হিঙ্গুল গঞ্জিত, নখ চম্পক কলিকার মত, নখ চন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভিত, তাহে মৃগ আভা হয়েছে বর্জ্জিত, ও পদ সুশ্রীতে সুশ্রীবান কত, হীরক মাণিক্য মণি মরকত, কাঞ্চন ভূষণে হইয়ে জড়িত, চমকিছে যেন চপলারই মত, পদ শোভা যত, ব্যাখ্যিবে কি সুত, ব্যাখ্যিলে অচ্যুত না হবে উচিত ও পদ চিন্তা-চ্যুত না হই যেন মাতঃ, গোবিন্দকেলির এই অভিমত।

কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান তাহার প্রমাণ এই ঃ—

এতেচাংশ কলাঃপুংশ কৃষ্ণ ওঁ ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলাং লোকং ম্রিড় অন্তি যুগে যুগে।

শ্রীমৎভাগবত।

হে পুণ্ডরিকাক্ষ ভগবান, মহাপুরুষ হৃষিকেশ পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ তোমার জয় হউক। ওঙ্কাররূপি পরম ব্রহ্ম তুমি আপনা হইতে উৎপন্ন, অন্য কেহই তোমার উৎপত্তির কারণ নাই। তুমি পরমাত্ম স্বরূপ বাসুদেবের প্রতিকৃতি তোমাকে নমস্কার। তুমি, অনন্ত তোমা হইতে আবিস্কৃত বেদ লক্ষ শ্লোক পরিমিত গ্রন্থ প্রথম উদ্ভব হইয়াছে, তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে এই জগৎ সৃষ্টি স্থিতি পালন করিয়া থাক। তুমি গুরুরূপে জীবগণকে শিক্ষা দিয়া তোমার পরম পদ লাভ করাইয়া থাক, তোমাকে নমস্কার।

হে পরম ব্রহ্ম গুরু অরবিন্দ নেত্র ভগবান কৃষ্ণ! তোমার কৃপা বলে আমি এই সুধার আকর নামিক গ্রন্থ লিখিয়া ভগবান ভক্ত গণের ভক্তি দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রীমদ্ভাগবত, বরাহ পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদিয় পুরাণ এই সমস্ত মহাপুরাণ দৃষ্টে লিখিলাম।

ইহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করতঃ ভক্ত মানবগণ, সংসার

অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার হওতঃ তোমার পরম ধাম লাভ করেন, আমার এই প্রার্থনা।

ভগবৎ ভক্ত দিগের যেরূপ ভক্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি। হে ভগবানের ভক্তগণ! শ্রবণ করুন।

যে সকল ধর্ম্ম দ্বারা ভগবানেতে অবিচলিত আশক্তি হয়, সহস্র সহস্র উপায়ের মধ্যে, সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ। লব্ধ বস্তু সমস্ত ভগবানেতে সমর্পণ ও সাধু ভক্ত বৃন্দের সংসর্গ ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা। ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা, ত্বদীয় গুণ কর্ম্ম কীর্ত্তন, ও ভগবানের পাদ পদ্ম ধ্যান, ও তাহার মূর্ত্তি সকলের দর্শন পূজনাদি ও ভগবান হরি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন জানিয়া সর্ব্বভূতে সাধু দৃষ্টি এই সকল কর্ম্ম দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য জয় করিয়া ভক্তগণ ভগবানে ভক্তি করিবেন। ইহাতে ভগবান বাসুদেবে আশক্তি হয়। যখন ভক্ত মানবগণ হে হরে নারায়ণ জগৎপতে বলিতে থাকে, তখন সকল বন্ধন হইতে ঐ ভক্তগণ মুক্ত হয়, ভক্তের প্রবল ভক্তি বশতঃ অজ্ঞান বাসনা ও বিনষ্ট হইয়া যায় ও সে ভক্তগণ সম্পূর্ণরূপে ভগবান হরিকে প্রাপ্ত হয়। অধক্ষজের আশ্রয় গ্রহণই ইহ সংসারে মানব গণের সংসার চক্রের ছেদক। অতএব হে ভক্তগণ আপনারা

ভগবান হরিকে হৃদয় আকাশে মনঃ দ্বারা অবলোকন করুন। তাহা হইলেই সংসার জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া হরির দাস হইয়া পরম ধামে যাইতে পারিবেন। পুনর্জন্ম আর কখনই হইবে না। যজ্ঞ আদি বহুবিধ কর্ম্ম দ্বারায় হরির প্রীতি উৎপাদনের সম্ভব নাই; কেবল শুদ্ধ ভক্তি দ্বারাই হরি প্রীত হন।

ভক্তি ব্যতিত যজ্ঞ দানাদি অন্য সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল হরিকে একান্ত ভক্তি ও সর্ব্বময় সর্ব্বত্রেই নিরক্ষণকরাই ইহলোকে ভক্তের পরম স্বার্থ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, ভক্তের মনকে সমদর্শী করা উচিৎ সমদর্শনই হরির প্রধান আরাধনা। ইহা ঐ ভাগবতে প্রকাশ আছে। ভক্তের নিত্যধেয় ভগবান হরিকে চিত্ত সমর্পণ করিলে, ঐ ভক্ত অবশ্যই মুক্ত হইবেন। হরিকেই অহর্নিশি স্মরণ করিলে, ভক্তের অশেষ দুর্গতি নাশ হয়।

কৃষ্ণ ধ্যানের মত পবিত্রতা জনক কার্য্য আর নাই। যে প্রকার প্রাণী গণের মন সর্ব্বদা বিষয় ভোগে অনুরক্ত থাকে, সেই প্রকার ভগবানে নারায়ণে যদি প্রাণীর মন অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রাণী ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাতে ভেদ জ্ঞান অস্তমিত হয়, তাহাই করা ভক্তের

কর্ত্তব্য। ভগবান কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম বলা যায়। সেই ভগবানে যে কোন ভক্ত চিত্ত লয় করিতে পারেন, তাহার সংসারের হেতু ভূত কর্ম্মবিজ সমস্ত ক্ষয় হইয়া যায় ও সে ব্যক্তি পরমধাম লাভ করেন। যে ব্যক্তির চিত্তে কৃষ্ণ বিদ্যমান আছে, কিংবা যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভগবান কৃষ্ণকে নমস্কার করে, সেই ব্যক্তি দুস্তিকৃতি হইতে আত্মাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। রাজ্যের আশ্রয় রাজা, বালকের আশ্রয় পিতা, সর্ব্ব লোকের আশ্রয় ধর্ম্ম। কিন্তু এক মাত্র ভগবান কৃষ্ণই ঐ সকলের আশ্রয়। যাহারা বাসুদেবকে নমস্কার করেন, তাহারা বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। যেমন ধন লুলুপ ব্যক্তি ধনঃ কামনায়, যত্ন পূর্ব্বক ধন শালী ব্যক্তির সেবা করে, সেই প্রকার ভগবান নারায়ণে সেবা করিলে, ভগবৎ ভক্তগণ ভগবানের দাস হইয়া সংসারার্ণব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। ইনি দেবতা, ইনি ব্রহ্মা, ইনি দেবী, ইত্যাদি ভেদ জ্ঞানেতে মানবগণ, বিহ্বোল হইয়া থাকেন, কিন্তু এই ভেদ জ্ঞান বিনাশের হেতু। কারণ বেদের প্রথম সূত্রেই লিখে; যথা একমেবাদ্বিতীয়ম্, এবং ভাগবৎ বিষ্ণু পুরাণ আদি মহাপুরাণ সমস্তের অধিকাংশেই লিখে, বিষ্ণু ময়ং জগৎ ও বিষ্ণুং বন্দতি বিষ্ণবে, ইত্যাদি—লিখা আছে, এমত অবস্থায় দেব

দেবী প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, জ্ঞান বিশ্বাস হয়, তৎসমস্তই ভগবান কৃষ্ণই জ্ঞান করা ও প্রীতি দৃষ্টে অভেদ দর্শন করা ভক্তের কর্ত্তব্য। কৃষ্ণকে প্রণাম করা ভক্তের একান্তইকর্ত্তব্য। কারণ ভগবান কৃষ্ণকে প্রণাম করিলে ভক্তের পর বড়ই সন্তোষ হন। ভূমণ্ডলে ষাটি সহস্র ও ষাটি শত তীর্থ বিদ্যমান আছে। ঐ তীর্থ সমস্ত হরি প্রণামের ষোড়শাংশ ফল প্রদান করিতে পারেন না, অর্থাৎ ভক্তি পূর্ব্বক নারায়ণকে এক-বার মাত্র প্রণাম করিলে, যে রূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় তীর্থ ভ্রমণে, তাহার ষোড়শাংশ পুণ্য লাভ হয় না। প্রায়-শ্চিত্ত ও অনেক প্রকার তপস্যার বিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু সর্ব্ববিধ তপস্যা মধ্যে কৃষ্ণ নাম সংস্মরণই পরম তপস্যা বলিয়া পরিগণিত পুরাণে লিখা আছে। যাহারা নিরন্তর পাপ কার্য্যে নিরত আছে কিম্বা যাহা দিগের পাপাচরণে সমধিক অনুষ্ঠান আছে তাহাদিগের এক মাত্র হরি নাম স্মরণই অতি উত্তম প্রায়শ্চিত্ত পুরাণে লিখিত আছে। বিষ্ণু ভক্তি দ্বারায় সর্ব্বাভিষ্ট লাভ হয়। ভগবান কৃষ্ণ ভক্তি-পূর্ব্বক ডাকিলে যেরূপ পরিতুষ্ট হয় অন্য কোন রূপেই তাহার তাদৃশ সন্তোষ হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তি সর্ব্ব মঙ্গলের মূল, কৃষ্ণ ভক্তি হইতে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়, নিয়ত হরি সংস্মরণ

করিলেই জীবনের ফল সাধিত হয়। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা, কৃষ্ণ সেবা করিলেই কৃষ্ণেতে দৃঢ় ভক্তি হয় যে ভক্ত কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনে ও কৃষ্ণের কর্ম্মাদি কীর্ত্তণে হর্ষ প্রকাশ করতঃ অশ্রু পরিত্যাগ করে এবং রোমাঞ্চিত দেহ হয় ও কৃষ্ণের চরণ যুগলে নিরত হয় তাহারাই প্রাকৃত বিষ্ণু ভক্ত বৈষ্ণব ; যাহারা বিষ্ণু সেবাদী ও নিত্য ক্রিয়াদী করেন তাহারাও বৈষ্ণব। উক্তরূপ বৈষ্ণব দিগের ব্রহ্মাক্ষরের শ্রবণ অথবা ভাগবত পাঠ করিতে হয় না। যিনি প্রণাম পুর্ব্বক ভক্তি সহকারে হরি সঙ্কীর্ত্তন করেন তিনি বৈষ্ণব উত্তম। উক্ত ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের বাৎসল্য ভাব আছে ঐ জ্ঞানে কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে ও কৃষ্ণের কথা শ্রবণে যাহার প্রেম হয় ও নেত্রাদির বিকার জন্মে তাহার শ্রবণ সফল। যিনি ভক্তি পূর্ব্বক কৃষ্ণেতে সর্ব্বান্তরূপে ভাব সন্নিবেশ করেন এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি কৃষ্ণ বুদ্ধিতে ব্যবহার করেন তিনি মহা ভাগবত বলিয়া খ্যাত। যিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন তিনি কৃষ্ণের অনুজিবী হইয়া থাকেন এই অষ্টবিধ ভক্তির অধিকারী হওয়া বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। কেবল ভক্তির দ্বারা হরির আরাধনা হইতে পারে তাহাতে অন্য উপকরণের প্রয়োজন কি, জনার্দ্দনকে ভক্তি করিলে তাহার যেরূপ সন্তোষ হয় পুষ্প চন্দন অথবা অন্য কোন

বস্তু প্রদানে সেই প্রকার তুষ্টি সাধন হয় না। সংসার রূপ বৃক্ষের দুইটি মাত্র অমৃত তুল্য ফল আছে। প্রথমটি হরি ভক্তি, দ্বিতীয়টি হরি ভক্ত জনের সহিত সমাগম ; পত্র, পুষ্প, ফল, জল, এই সমস্ত বস্তু অনায়াস লভ্য কেবল এই সমস্ত বস্তু দ্বারায় মুক্তি লাভের আশা নাই, কিন্তু কেবল ভগবান হরিতে ভক্তি সংস্থাপন করিলেই ভক্ত মানবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। হরি ভক্তি লাভের জন্য সকল মনুষ্যেরই বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। ভগবান কৃষ্ণের নিকট ভক্তি লাভের প্রার্থনা করাই উচিত কেননা স্বয়ং ভক্তি দ্বারা ঐ ভগবানকে ভক্তগণ লাভ করিতে পারেন। কৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম, বেদ সিদ্ধান্ত প্রমাণে সেই কৃষ্ণই ত্রিধা ভেদ পঠিত হয় ; অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব। বাস্তবিক তিনই এক, যাহারা ভেদ জ্ঞানি তাহারা কিছুই জানেন না ; তাহার মোহিত সনাতন পরম ব্রহ্ম হরি যাহার হৃদয়ে বাস করেন সেই ভক্তগণ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ও সকলের হিতকারী প্রিয় দর্শন হয়। সিংহের হস্ত হইতে যেমন মৃগ পরিত্রাণ পায় সেই রূপ হরি নাম সংকীর্ত্তনে পাপী পাপের হস্ত হইতে মোচন হইয়া থাকে। যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক হে কৃষ্ণ হে অচ্যুত হে অনন্ত হে বাসুদেব তোমাকে নমস্কার করি এই বলিয়া ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করে তাহাদিগকে কখনই যম যাতনা ভোগ

করিতে হয় না। ও সেই ভক্ত হরি দাসত্ব লাভ করিয়া পরমধামে গমন করতঃ অনন্ত কাল পর্য্যন্ত পরমানন্দে বাস করিয়া থাকেন।

ত্যাগশীল ভক্তগণ নারী সঙ্গ ত্যাগ করিবেন, বিষয়ও কুল ত্যাগ করিবেন। ভগবান আমাকে রক্ষা করিবেন এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তদীয় রক্ষিতৃর্ত্তে আত্মার্পণ তৎ-কার্য্যে আত্ম নিক্ষেপ তাহার স্মরণ সম্বন্ধে নিষ্ঠামতি এই এই ছয়টী শরণাগতের লক্ষণ অবলম্বন করিবেন।

স্মরণ লওয়া করে কৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্ম সম্॥

ইন্দ্রিয়াদী দ্বারা কি যাহা দ্বারা ভাব সাধন করা যায় তাহারই নাম সাধন ভক্তি। সর্ব্বাত্মা ভগবানের বন্ধন নাশন নাম ও লীলাশ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা পরম ধাম লাভ প্রত্যাশি ভক্তগণের অবশ্যই কর্ত্তব্য। শরীরাদী অপরা-পর বিষয়ে মমতা না হইয়া এক মাত্র ভগবান কৃষ্ণেতে মমতা হইলেই তাহার নাম ভক্তি। ভগবান কৃষ্ণকে কখনই বিঃস্মরণ হইবে না; গুরুর সেবা করিবে, গুরুর-নিকট দীক্ষা লইবে, সাধু সঙ্গ কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবৎ শ্রবণ, মথুরায় বাস, শ্রীমুর্ত্তি সেবন এই সকল সাধন বৈষ্ণবের করা উচিত। একাদশী ব্রত সকল প্রকার ভক্তের করা উচিত। কারণ একাদশীতে শরীরের দ্বারা

মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা মানব গণের যে পাপ সঞ্চিত হয় ঐ সমস্ত পাপ একাদশী করিলে ধ্বংশ হইয়া যায়।

ভগবান কৃষ্ণই পূজা, কৃষ্ণই তর্পণ, কৃষ্ণই হোম, কৃষ্ণই সন্ধ্যা, কৃষ্ণই ধ্যান, কৃষ্ণই ধারণা, কৃষ্ণই ধর্ম্ম, সকলই কৃষ্ণ ময়। অর্থাৎ কৃষ্ণ সাকার নিরাকার ও আরও কিছু থাকিলে তাহাও ইত্যাকার জ্ঞান করিয়া ভক্ত মানবগণ সমদর্শি হইবেন। এইটি বৈষ্ণবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজনা। ইহার তুল্য আর ভজনা নাই। ভাগবৎ প্রভৃতি বহু পূরাণে ও অন্যান্য শাস্ত্রে ইহাই লিখিত আছে, বেদে একমেবা দ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ এক ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই কৃষ্ণই এক ভগবান, তিনিই সমস্ত, যেমন আধার ভেদে একমণিকে রক্ত পিত নীল বর্ণ বোধহয়, যেমন এক আকাশকে উপরে বহুদূরে নীল বর্ণ দেখা যায় ও নিকটে স্বচ্ছ ও অর্থাৎ কোন বর্ণ নাই বোধ হয়; সেই প্রকার ভ্রমের দ্বারা ভগবান কৃষ্ণকে নানাপ্রকার জন্তু, হাতী, ঘোড়া, মানুষ, দেবতা, ক্রিমি, কীট ও স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি নানারূপ বস্তু বোধ হয়। এই কার্য্য ভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা বোধ জন্মায় ঐ মায়া শক্তি ত্যাগ হইলেই ভগবানকে সর্ব্ব বস্তু ময় বোধ হইয়া থাকে। অতএব ঐ মায়া ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে কত-

গুলা ভেক ধারণ করিলেই ভগবানের ভ্রম মায়াকে ত্যাগ করা সুকঠিন—

ভেকে বৈরাগ্য নয় বিনা উপদেশ।
সাধিলেও সিদ্ধ নয় বিনা কৃপা লেশ॥

যেতক ভগবানেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস সংস্থাপন না হয় সেইতক নিত্য নৈমিত্যকি কর্ম্ম করিবে। ভগবানে বিশ্বাস জন্মিলে আর কর্ম্ম করা অনাবশ্যক॥

কর্ম্ম ত্যাগ কর্ম্ম নিন্দা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
কর্ম্ম হইতে হরি প্রেম ভক্তি কভু নয়॥